আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৫ এপ্রিল, ২০২৪
২২ চৈত্র ১৪৩০
২৫ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 94 ■ Daily APONZONE ■ 5 April 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ব্রাত্যকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের

আপনজন ডেস্ক: ব্রাত্য বসুকে শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে অপসারণের জন্য রাজ্য সরকারকে সুপারিশ রাজ্যপাল। সম্প্রতি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠক করে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। এরপরই রাজ্যপাল আনন্দ বোস বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেবে বলে রাজ্যপালকে জানিয়েছেন বলে রাজভবন সূত্রে খবর।

রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা করার বিষয়টি আদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাকে অসম্মান করার সামিল বলেই মনে করছেন আচার্য আনন্দ বোস। উল্লেখ্য, ৩০ মার্চ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নেতৃত্বে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপরই নির্বাচনী বিধিভঙ্গের জন্য রাজ্য সরকারকে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাত্যকে অবিলম্বে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালের তরফে।

অন্যদিকে, রাজ্যপালের এই নির্দেশকে 'হাস্যকর' বলেছেন ব্রাত্য বসু। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আমিও রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যপালকে অপসারণের সুপারিশ করলে যেমন বিষয়টা হাস্যকর হতো এটাও তেমনই। নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হলে সেটা কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হত। রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক পদের অবমাননা করছেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়কেও সামনে আনছেন। সংবিধান অনুযায়ী কোনও মন্ত্রীকে নিয়োগ বা বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যপাল শুধু নিজের পদের অপপ্রয়োগ করছেন না বরং তিনি সাংবিধানিক সীমাও অতিক্রম করছেন।" শিক্ষামন্ত্রীকে সরানোর পাশাপাশি রাজভবনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের বেআইনি আদেশে যে সকল উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ স্তব্ধ করে করে রেখেছেন, আচার্য তাঁদের সতর্ক করছেন।" রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে বলেও অভিযোগ করা হয় ওই বিবৃতিতে।

বিষধর সাপকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু বিজেপিকে নয়: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেছেন বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) অনুসরণ করছে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, একটি বিষধর সাপকে বিশ্বাস করা যেতে পারে তবে গেরুয়া শিবিরকে নয়।

কোচবিহারের মাথাভাঙার গুমানির হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এবং সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ) বিজেপির নির্দেশে কাজ করছে।

তিনি বলেন, বিজেপি আপনাকে আবার আবাস যোজনার নাম নথিভুক্ত করতে বলছে। আবার নাম নথিভুক্ত করা হবে কেন? তারা আরও তালিকাভুক্তি চায় যাতে তারা এটি বন্ধ করতে পারে। আপনি একটি বিষাক্ত সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, এমনকী পোষাও যায়, কিন্তু বিজেপিকে বিশ্বাস করা যায় না। বিজেপি দেশকে ধ্বংস করছে।

তার দল তৃণমূল 'কেন্দ্রীয় এজেন্সির হুমকির' সামনে মাথা নত করবে না বলে জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানান, ১৯ এপ্রিল নির্ধারিত নির্বাচনের আগে বিএসএফ স্থানীয়দের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটালে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করুন।

মমতার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনআইএ, আয়কর, বিএসএফ এবং সিআইএসএফ বিজেপির হয়ে কাজ করছে। আমরা বিনীতভাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাব, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি গেরুয়া শিবিরের জন্য কাজ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপি কেবল এক দেশ, এক দলের নীতি মেনে চলে। বিজেপির প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এটা জাতীয় লজ্জার বিষয় যে যার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে, তাকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাকে আমাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এখন উনি বিজেপির সম্পদ।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা প্রামাণিককে ২০১৮ সালে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন।

কোচবিহারের প্রাক্তন এসপি দেবাশিস ধরকে বীরভূম থেকে প্রার্থী করার জন্য গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, বিজেপির সত্যিটা এই সত্য প্রতিফলিত হয়েছে যে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচিতে পাঁচজনকে হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হয়েছে। গত বিধানসভা ভোটের সময় কোচবিহারের এসপি ধরকে পরে সাসপেন্ড করা হয় এবং তৃণমূল টানা তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফেরার পরে তাকে বাধ্যতামূলক অপেক্ষায় পাঠানো হয়। রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার কথা পুনর্ব্যক্ত করে মমতা বলেন, সিএএ-র জন্য আবেদন করা একজন আবেদনকারীকে বিদেশী হিসাবে মনোনীত করবে এবং এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দেওয়া হবে। বিজেপিকে 'জুমলা' দল আখ্যা দিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে সিএএ নিয়ে মিথ্যা প্রচারের অভিযোগ তুলেছেন।

তিনি বলেন, সিএএ বৈধ নাগরিকদের বিদেশিতে পরিণত করার ফাঁদ। সিএএ লাগু হলেই এনআরসি হবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে সিএএ বা এনআরসি কোনোটাই অনুমোদন করব না। আবেদন করলে বিদেশি হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। সিএএ কমিটিতে জনগণনা বিভাগের একজন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এনআরসি নিয়ে কোনও পরিকল্পনা না থাকলে এমন একজনকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? সিএএ হল মাথা এবং এনআরসি হল লেজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাথে হাত মেলানোর জন্য বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার শরিক সিপিআই (এম) এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের অস্তিত্ব নেই। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনও ইন্ডিয়া জোট নেই। যদিও বিরোধী ব্লক ইন্ডিয়া গঠনে আমি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছি। এমনকি জোটের নামও আমার দেওয়া ছিল। কিন্তু বাংলায় সিপিএম ও কংগ্রেস বিজেপির হয়ে কাজ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপিকে হারাতে চাইলে কংগ্রেস ও সিপিএমকে ভোট দেবেন না। সিপিএম, কংগ্রেসের সঙ্গে নাম না করে আইএসএফকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুসলমানদের একটি নতুন দল হয়েছে। ওরা বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার কাজ করছে। যেটা হায়দরাবাদের মিম করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দাবি করেন, রবিবার জলপাইগুড়িতে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সরবরাহ করে রাজ্য প্রশাসন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় কাজ করেছে।

সন্দেশখালি নিয়ে মোদি শাসক দলকে কাঠগড়ায় তুললেন

আপনজন ডেস্ক: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে প্রচারের জন্য বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যারা ভারত মাতাতে বিশ্বাস করেন তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা মোদির গ্যারান্টি।

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে রাসমেলা ময়দানে এক মহাসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বৃহস্পতিবার মোদি দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচানোর চেষ্টার জন্য বিরোধী দলগুলোর সমালোচনা করেন এবং দৃঢ়তার সাথে বলেন যে তিনি তাদের শাস্তি নিশ্চিত করবেন।

তিনি বলেন, 'ওরা (ইন্ডিয়া ব্লক) কখনওই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা ভাবেনি। এখন আমরা সিএএ এনেছি, তারা গুজব এবং মিথ্যা প্রচার করছে। যারা ভারত মাতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়াই মোদীর গ্যারান্টি।

বিরোধী জোট ইন্ডিয়াকে নিশানা করে মোদি বলেন, বিরোধী জোট মিথ্যা ও প্রতারণার রাজনীতিতে ব্যস্ত। তিনি বলেন, 'আমি বলছি দুর্নীতি দূর করুন; বিরোধীরা বলছে, দুর্নীতিবাজদের বাঁচাও। দুর্নীতিবাজরা যাতে শাস্তি পায়, গরিবরা যাতে ন্যায়বিচার পায়, তা নিশ্চিত করব। আগামী পাঁচ বছরে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোটা দেশ দেখেছে সন্দেশখালির ঘটনায় দোষীদের বাঁচাতে তৃণমূল কীভাবে সক্রিয়। কিন্তু বিজেপির লক্ষ্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

সন্দেশখালির অপরাধীরা জেলে জীবন কাটাবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বাংলার মহিলাদের প্রতি যে অবিচার হচ্ছে তা একমাত্র বিজেপিই বন্ধ করতে পারে এবং তাই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, সন্দেশখালির মহিলাদের সঙ্গে যা হয়েছে, তা তৃণমূলের অপশাসনের ফল। বিজেপি প্রতিজ্ঞা করেছে, তারা সন্দেশখালির দোষীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার কোচবিহারে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিজেপির জয়ধ্বনি করেন।

আইএসএফের আরও পাঁচ প্রার্থী ঘোষণা, বাম জোট দূর অস্ত!

আপনজন ডেস্ক: সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার আইএসএফ জানিয়ে দিল দল অনুমোদন না দেওয়ায় তাদের একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীয় ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন না, তার পরিবর্তে প্রার্থী করা হয়েছে নবাগত মজনু লস্করকে।

এদিন ফুরফুরা শরীফে আইএসএফ দ্বিতীয় দফায় পাঁচজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। আইএসএফের এই দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক ও চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী প্রমুখ। তবে, আইএসএফের দ্বিতীয় তালিকায় যে পাঁচটি কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে গতি বিধানসভায় জোট সঙ্গী বামফ্রন্টের প্রার্থীরাও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার যে পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সেগুলি হল, ডায়মন্ড হারবারে মজনু লস্কর, যাদবপুরে আইনজীবী নুর আলম খান, বালুরঘাটে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, উলুবেড়িয়ায় এএমইউর অধ্যাপক মফিকুল ইসলাম, ব্যারাকপুরে আইনজীবী জামির হোসেন। বসিরহাটে ঘোষিত প্রার্থী দাঁড়াতে না চাওয়ায় নতুন প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ান আক্তার রহমান বিশ্বাস। এ ছাড়াও ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছে মুর্শিদুল আলমকে। আপাতত মোট ১৩টি লোকসভা আসনে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ। এই প্রার্থী ঘোষণার পর স্পষ্ট বার্তা গেল বামফ্রন্টের কাছে। যদিও, আইএসএফের অভিযোগ তারা বারে বারে জোটের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও বামফ্রন্ট এবার কোনও আগ্রহ দেখায়নি। এমনকী জোট নিয়ে তাদের সঙ্গে কোনও বৈঠকেরও প্রয়োজন মনে করেনি। তাই তারা একলা চলো রে মনোভাব নিয়েছে। আইএসএফ প্রার্থী দেওয়ায়, মুর্শিদাবাদ, যাদবপুর, ডায়মন্ডহারবার, উলুবেড়িয়ার মতো জায়গায় বামফ্রন্ট সস্যায় পড়তে পারে। তবে, এবার আইএসএফের সঙ্গে বামেরা কথা বলবেন কিনা তা জানা যায়নি।

প্রথম নজর

বিধায়ক নিখোঁজ ও সন্ধান চাই পোস্টার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ইংলিশবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী নিখোঁজ। নিখোঁজ ও সন্ধান চাই এমনই পোস্টার ঘিরে শোরগোল মালদায়। আজ সকালে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড় মালদা হসপিটাল গেট সহ একাধিক জায়গায় শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী নিখোঁজ এই পোস্টার সামনে আসে। সেখানে ইংলিশ বাজারের বিজেপি বিধায়ক তথা দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর ছবি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে এমএলএ-কে দেখেছেন? কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি সন্ধান পাইলে মালদার জনগণের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। তবে কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে কোথা থেকে এল তা এখনো জানা যায়নি।বৃহস্পতিবার সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে একাধিক পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়। পোস্টারকে ঘিরে কৌতূহলী মানুষজন ভিড় করেন।

সমবেদনা জানাতে মৃতের বাড়িতে প্রার্থী

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ভোট প্রচারের মাঝে শোকার্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে ছুটে গেলেন উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম। বৃহস্পতিবার চাঁচল বিধানসভার মতিহারপুর এলাকায় ভোট প্রচারে যায় মোস্তাক।প্রচারের মাঝে জানতে পারেন চাঁচল থেকে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অটো উল্টে মঙ্গলবার খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচলামারী গ্রামের ন'মাসের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ভোট প্রচার ছেড়ে মোস্তাক স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বদের নিয়ে শোকার্ত পরিবারটিকে সমবেদনা জানাতে ছুটে যায়। নির্বাচনী বিধি লাগু হওয়ার কারণে পরিবারটিকে কিছু দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য জানাবেন বলে জানান মোস্তাক।

দিল্লির ছায়া বাঁকুড়াতেও

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভরা বসন্তে তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল বাঁকুড়া। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় হতচকিত অনেকেই। দীর্ঘ জীবনে এই ধরণের ঘটনার সাক্ষী এই প্রথম বলেই অনেকে জানিয়েছেন। সাধারণভাবে কুয়াশার দাপট থাকে শীতকালেই, তাহলে এই বসন্তে! এই ঘটনায় অবাক প্রাতঃভ্রমণকারীরাও। তাঁদের একাংশের দাবি, এই ঘটনার পিছনে পরিবেশ দূষণই দায়ী। হাওয়া অফিসের তরফে তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকলেও কুয়াশার কথা উল্লেখ ছিলনা একেবারেই। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা যথেষ্ট আতঙ্কের। এখনই পরিবেশ রক্ষায় আরও বেশী সচেতন না হলে আগামী দিনে ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে বলেই তারা জানিয়েছেন।

লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে দেওয়াল লিখনে বাজে ভাষা প্রয়োগে চাঞ্চল্য

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার শান্তিপুরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপ্তির সুফল নিয়ে দেওয়াল লিখনে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ, দেওয়াল লিখনে কালিমালিপ্ত করা এবং বাজে ভাষায় মূল লেখা পরিবর্তনের অভিযোগ।তবে এই ঘটনার পেছনে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মদত আছে বলেই অভিযোগ তৃণমূলের। অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং উস্কানি কর শান্তিপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে তৃণমূল কর্মীদের দাবি পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মহিলারা উপকৃত মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মহিলাদের উপস্থিতেতে শতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এই দেওয়াল লিখন করা হয়েছে। সকালে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পীরের হাট লেনে লক্ষীর ভান্ডারের স্বপক্ষে এই দেওয়াল লিখন কালিমালিপ্ত এবং বিকৃত করে নোংরা ভাষা প্রয়োগ করার ঘটনা সকলে নজরে পড়ে। যদিও এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপির দিকেই অভিযোগের তীর ছুড়েছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করছে। তবে তৃণমূলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর দ্বন্দ্ব মাঝেমধ্যেই প্রকাশ্যে আসে। আর সেই সব কারণেই এই ঘটনা কিনা তা খতিয়ে দেখুক পুলিশ প্রশাসন। তবে যেই করে থাকুক ঘটনাটি অবশ্যই নিন্দনীয় এবং পুলিশ প্রশাসন খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক। যদিও ঘটনাস্থলে যায় শান্তিপুর থানার পুলিশ।এলাকাবাসীর বক্তব্য শুনে তদন্ত শুরু করেছে।

বাম- কংগ্রেস জোটের বৈঠক খয়রাসোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভা ভোটের দামামা বাজতেই প্রার্থী সহ দলীয় কর্মীরা নিজ নিজ সংগঠন মজবুত এবং রণকৌশল নির্ধারণে বিভিন্ন স্তরে বৈঠক চলছে জোরকদমে। সেরূপ বৃহস্পতিবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদের সমর্থনে ও বাম-কংগ্রেস উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশক্রমে খয়রাশোল ব্লক সিপিআইএম এরিয়া কার্যালয়ে যৌথভাবে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন খয়রাসোল ব্লক এলাকার দশটি অঞ্চল থেকেই সিপিআইএম ও কংগ্রেসের দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়েই বৈঠক আয়োজিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল ব্লক কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক আব্দুল নঈম , ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জাকির খান , সিপিআইএম খয়রাসোল লোকাল কমিটির তিন সদস্য দিলীপ গোপ , শ্যামাপদ বাউরি ও বেণীমাধব বাউরি সহ বাম কংগ্রেসের দলীয় কর্মী সমর্থকরা। আলোচনা শেষে খয়রাসোল ব্লক কংগ্রেসের দলীয় পর্যবেক্ষক আব্দুল নঈম তৃণমূল ও বিজেপির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় হচ্ছেন একজন নায়িকা। বিজেপি প্রার্থী হলেন দেবাশীষ ধর প্রাক্তন আই পিএস পুলিশ অফিসার। বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মিল্টন রসিদ হলেন একজন আইনজীবী।তাই প্রথমজনের কাজ নাটক করা, দ্বিতীয় জনের কাজ হচ্ছে চোর ধরা।তৃতীয়ত আইনজীবী প্রার্থীর কাজ ছাড়ানো। অর্থাৎ ঘুর ফিরে সেই আইনজীবীই একমাত্র সওয়াল জবাব করবেন।তিনি আরও বলেন যে, বিরোধীরা বলছেন মিল্টন রসিদ একজন সংখ্যালঘু প্রার্থী। ওই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়- মমতা সরকার মুয়াজ্জিন- এমাম ভাতা চালু করার পর তৎকালীন কংগ্রেসের বিধায়ক এই সংখ্যালঘু প্রার্থীই মিল্টন রসিদ কিন্তু পুরোহিতদের জন্য ভাতা আন্দোলন করে চালু করিয়েছিলেন। তাহলে উনি কি সংখ্যালঘু প্রার্থী হলেন? উনি হচ্ছেন জনগণের প্রার্থী অতএব একশো শতাংশ আমরা আশাবাদী লোকসভা ভোটে জেতার পক্ষে বলে দাবি করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এসইউসি ও বিজেপিতে বড় ভাঙন রায়দিঘীতে

জাহেদ মিস্ত্রী ● রায়দিঘী

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের মুখে ফের মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের রায়দিঘীতে বিজেপি ও ইসইউসিআই থেকে ৬ শতাধিক কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। বিভিন্ন রায়দিঘী বিধানসভার রাধাকান্তপুর ও গিলার ছাট এলাকায় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার কে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করা হয়।এই দিন সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে নিয়ে তৃণমূলের বিভিন্ন নির্বাচনী কর্মসূচি করা হয়, যেমন, ওয়েলকাম পয়েন্ট, স্পেশাল ইভেন্ট, ডোর টু ডোর, একতা ভোজ, মুখোমুখি উপকথা, সিটি কর্নার সহ বহু কর্মসূচি নেওয়া হয় তৃণমূলের তরফ থেকে। এই দিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার বলেন, এলাকা জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং দলের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে এলাকার স্থানীয় মানুষজন বিজেপি ও এসইউআই ছেড়ে তৃণমূল দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী দিনে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকবে না। তিনি বলেন, এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে তাই বিজেপি এবং এসইউসিআই থেকে সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এর ফলে লোকসভা নির্বাচনে ১০০ শতাংশ জয় নিশ্চিত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদারের। এই দিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার, উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘী বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার অলক জলদাতা, জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রশান্ত সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সংকীর্তন প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরও তালা বন্ধ পুরসার ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরও তালা বন্ধ পুরসা হাসপাতালের ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট। পরে পরে নষ্ট হচ্ছে মেশিন ও ল্যাবের সরঞ্জাম। হাসপাতাল কতৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রর পরিসেবা শিকেয় উঠেছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের লক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কমবেশি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মান হয়েছে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট। যেখানে ভাইরোলোজি, ব্যাকটেরিওলজি, সুগার, থাইরয়েড সহ অসংখ্য টেস্ট বিনামূল্যে করাতে পারবেন এলাকার রোগীরা। তবে সেই পরিসেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। এমনই অভিযোগ সাধারণ মানুষের। টেস্টের কীট সহ মেশিনারী, ল্যাবের যন্ত্রপাতি, ও বহু সামগ্রী কিনতে অনেক সরকারী অর্থ খরচ হয়েছে। সম্ভবত এটি গত ২০২৩ এর এপ্রিল মাসে চালু করার কথা ছিল। অবশেষে কয়েকদিন আগে ইউনিটটি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তারপরও ইউনিট এর গেট তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। পাশাপাশি ল্যাবের বহু যন্ত্রপাতি মেশিন আনুসাঙ্গিক বহু মূল্যবান জিনিস একপ্রকার অযত্নে পরে পরে নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগী, আল্পনা বাগদি বলেন, এখনও বাইরে টেস্ট করতে হয়। ইউনিট চালু হলে তো ভালো হতো। রোকেয়া বেগম নামে এক প্রসূতির আত্মীয় বলেন, আমরা শুনেছি সব টেস্ট ফ্রীতে হবে। চালু থাকলে কি তালা লাগানো থাকতো। কেন চালু করেনি তা জানিনা। পরীক্ষা গুলো হলে আমাদের লাভ হতো। জানা গেছে, আগের বিএমওএইচ ডাক্তার ফারুক হোসেন থাকা কালীন মানুষকে পরিসেবা দিতে তিনি ওই ইউনিটটির জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলেন। যাতে সহযোগিতা করেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যেই ইউনিট চালানোর জন্য কর্মী নিয়োগ করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ। তারা বহু খানেক যাবৎ একপ্রকার বসে বসেই বেতন নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। হাসপাতালের এক টেকনিশিয়ান বলেন, একবছর হতে চলল তারা নিয়োগ হয়েছেন। কিছু কিছু যন্ত্রপাতি এসেছে। তবে ইউনিট কবে চালু হবে তা তিনি জানেননা। পূর্ব বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে এই প্রকল্পে কোন বাজেট ধরা ছিলনা। পরে অন্যভাবে টাকার অনুমোদন করানো গিয়েছে। টেন্ডারও হয়েছে। এদিকে বিএমও এইচ পায়েল বিশ্বাস সাংবাদিকদের জানান, পাবলিক হেলথ ইউনিট এর বিল্ডিং সমেত কিছু কাজ শেষ হয়েছে। তবে আর কিছু কাজ বাকি থাকায় চালু করা যায়নি। আমরা জেলায় জানিয়েছি। খুব শিগ্রই চালু হয়ে যাবে।

পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলের রাস্তা অবরোধ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের ভাদুড়ীয়া পাড়া বাজারে জালঙ্গি টু বহরমপুর রাজ্য সড়কের উপর বেঞ্চ পেতে অবরোধ করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা,এদিনের অবরোধ ও বিক্ষোভ এর নেতৃত্ব দেন জলঙ্গী ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মোঃ আরিফ বিল্লাহ সঙ্গে ছিলেন বর্তমান ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যরা। আরিফ বিল্লাহ বলেন জেলার একমাত্র পঞ্চায়েত ফরিদপুর যেটা বামেদের দখলে রয়েছে।আর সেই পঞ্চায়েতের প্রধান সহ বেশ কিছু পঞ্চায়েত সদস্য মিলে জল নিকাশির নালা তৈরির ইট রাতের অন্ধকারে চুরি সহ অঞ্চলের সরকারি গাছ কেটে আত্মসাৎ করার অভিযোগ তুলেন তিনি। একই ভাবে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সেন্টু ইসলাম বলেন আমরা একাধিক বার ব্লকে জানিয়েও কোনো সুরাহ না মেলাই এদিন বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ,এর পরেও যদি সঠিক তদন্ত না হয় তাহলে আরো বড়ো ধরনের আন্দোলনে নামবো বলেও হুঁশিয়ারি দেন এদিন। এদিনের বিক্ষোভ থেকে বামের বিরুদ্ধে একাধিক ভাষায় স্লোগান দিতে থাকেন রাস্তা অবরোধ করে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। যদিও এই ঘটনায় ফরিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাকিলা বেগম বলেন যে বিষয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা। তিনি আরো বলেন এর আগেও এইভাবে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলো ব্লক অফিসে তার তদন্ত করে কিছুই পায়নি,ব্লক অফিসের তদন্তে সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বলেও তিনি জানান। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আসে জলঙ্গী থানার ওসি কৌশিক পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী, ওসি বিক্ষোভ কারীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বেরা।

বাহিনীর রুট মার্চ জীবন্তি ও খাগড়ায়

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কান্দি মহকুমা জুড়ে চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ বুধবার মুর্শিদাবাদের কান্দি জীবন্তি এলাকাসহ মহলন্দী ২ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ করা হয়। এদিন জীবন্তি লক্ষীনারায়ন পুর, উগ্রো ভাটপাড়া বাগোড় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কান্দি থানার পুলিশ আধিকারিক এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং এলাকায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে এলাকা ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাহিনী বহরমপুরের কুঞ্জঘাটা থেকে খাগড়া পর্যন্ত রুটমার্চ করেন। এইদিন দুপুরে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের খাগড়া এলাকার রাস্তা দিয়ে রুট মার্চ করলেন আধাসামরিক বাহিনী। তাদের পথ নির্দেশ দিতে সাথে হাঁটলেন মুর্শিদাবাদের ডি এম রাজশ্রী মিত্র ও পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব। রুট মার্চের পাশাপাশি সাধারন লোকেদের সাথে কথা বললেন, পাশাপাশি আগামি লোকসভা নির্বাচনের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বলয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে হবে বলে আশ্বাস দিলেন মুর্শিদাবাদের ডি এম রাজশ্রী মিত্র ।

দেড়শো গ্রামে দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে সেহারা বাজার রহমানিয়া আল-আমিন মিশন প্রাঙ্গণে প্রায় দেড় শতাধিক গ্রামে বস্ত্র বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। প্রতিবছর জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দুস্থ মানুষদের হাতে পবিত্র ঈদ উৎসবের আগে নতুন বস্ত্র তুলে দেয় সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। তবে শুধুমাত্র বস্ত্র বিতরণ নয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যার সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে থাকে এই ট্রাস্ট। এছাড়াও সাপের কামড়ে, বাজ পড়ে কিংবা অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে এমন অসহায় পরিবারের পাশে থেকেছে এই স্বেচ্ছা সেবি সংস্থা। করোনা আবহে সবথেকে বড় স্বাস্থ্য শিবির করেছিল।বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে একশোর মত ডাক্তার নিয়ে হাজার হাজার মানুষ কে মেডিসিন দিয়ে চিকিৎসা করে ছিল। ট্রাস্ট এর কাছে বহু মানুষ সাহায্য আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেন অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আর্থিক দিক থেকে এবং বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা করে এই সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গরিব মানুষকে সহায়তা করে সেই ছবি মিডিয়ায় পোস্ট করায় বিশ্বাসী নয়। শুধুমাত্র ভলেন্টিয়ার হিসেবে যারা কাজ করেন তাদের ছবি পোস্ট করা হয়। আজকের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সভাপতি হাজী বদরুল আলম, বিশিষ্ট শিক্ষক সমীর মন্ডল, ট্রাস্টের অন্যতম কর্তা হাজী কাশেম চৌধুরী, সেহারা বাজার রহমানিয়া আল-আমিন মিশনের সহ সম্পাদক মোল্লা সফিকুল ইসলাম সহ ট্রাস্টের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং সদস্যগণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঈদ উপলক্ষে বস্ত্রদান প্রধান স্বপ্না দাসের

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: অন্যান্য বছরের ন্যায় রমজান মাসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান স্বপ্না দাস।বৃহস্পতিবার ক্যানিং এলাকা ২০০ অধিক মুসলিম পরিবারের শিশু, কিশোর, কিশোরী,বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাতে তুলে দিলেন আসন্ন পবিত্র ঈদের নতুন বস্ত্র।ঈদের আগে নতুন বস্ত্র পেয়ে খুশি সকলেই। প্রধান স্বপ্না দাস জানিয়েছেন, 'বিগত বছরের ন্যায় চলতি বছর রমজান মাসে ঈদের আগে সাধারণ মুসলিম পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিতে পারার জন্য খুশি।'

সম্প্রীতি ও উন্নয়ন মূল লক্ষ্য: হাজী নুরুল

মনিরুজ্জামান ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের টাকির পৌর সংস্কৃতি মঞ্চে বসিরহাট দক্ষিন বিধানসভা এলাকার নেতৃত্বদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি স্থানীয় মন্দিরের পুরোহিতসহ অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা এবং শান্তি কামনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, উন্নয়নের নিরিখে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। জনগণের কাছে ভোটটাকে ঋণ হিসেবে তিনি গ্রহণ করতে চান।এর বিনিময়ে কাজের মধ্যে দিয়ে তা পরিশোধ করা হবে।তিনি আরও বলেন,মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের নাড়ির টান। শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নই মূল লক্ষ্য আমাদের। সাংগঠনিক চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি বলেন,বসিরহাটের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। কর্মীরা যেভাবে মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করছে তার ফল ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবে। বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট লোকসভা কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মন্ডল,টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখার্জি, টাকি শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ দাস,টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী,বসিরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ ঘোষ,সাংগঠনিক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ইয়াকুব আলী,সুব্রত ঘোষ, সমীক রায় অধিকারী, সাহাবুদ্দিন মন্ডল প্রমুখ।

গরম উপেক্ষা করে প্রচার বাম প্রার্থী সৃজনের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: চৈত্রের তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই বৃহস্পতিবার বেলায় বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের জয়নগর থানার ঢোষা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য।এদিন পায়ে হেঁটে, পথচলতি মানুষের সাথে কথা বলে, দোকান বাজার ঘুরে ঘুরে প্রচার কাজ সারলেন সৃজন। এদিন প্রচারের মাঝেই সৃজন বলেন আমি পার্টটাইম পলিটিশিয়ান নই, প্যারাসুট প্রার্থী নই,সবসময় রাজনীতির সাথে যুক্ত।এটা করতে করতে একটু অভিনয়, একটু নাচতে গেলাম বা ইডি দপ্তরে ছুটে গেলাম এসব করার প্রয়োজন আমার পড়বে না বলে জানান সৃজন, সৃজন এও জানান বারুইপুর কে জেলা সদর করতে হবে, মানুষের একশো দিনের কাজের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। এইসব অধিকার রক্ষায় মানুষ যাদবপুর কেন্দ্রে তাকে জেতাবে বলে জানান সৃজন।

দোকানে চুরি যাওয়া ফোনের হদিস পুলিশের

বাবুল প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: সিসিটিভির সূত্র ধরে মোবাইল দোকানে চুরি যাওয়া মোবাইলের হদিস পেল সোনারপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় এক মহিলা সহ গ্রেপ্তার মোট তিনজন। চুরি যাওয়া মোবাইল হাতফেরি হয়ে বাংলাদেশে চলে যেত বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশে এইসব মোবাইল আরও বেশি দামে বিক্রি করা হত। যারা এই চোরাচালান কারবারের সাথে যুক্ত ছিল হুন্ডির মাধ্যমে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকত। এই ঘটনার তদন্ত নেমে সোনারপুরের খুড়িগাছি এলাকা থেকে কনিকা জানা, জলঙ্গী এলাকা থেকে শশধর দাস ও মুর্শিদাবাদ এলাকা থেকে নাইমুর রহমান নামে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোনারপুরের রাজপুর এলাকা থেকে ৫ ই মার্চ ভোররাতে একটি মোবাইল দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে এই দোকান থেকে নামীদামি কোম্পানীর ৮ টিরও বেশি মোবাইল চুরি হয়ে যায়।

প্রথম নজর

সেনেগালের নতুন প্রধানমন্ত্রী ওসমান সোনকো

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ সেনেগালের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাসিরু দিওমায়ে ফায়ে দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম ওসমান সোনকোকে। খবর আল জাজিরার। ওসমান দেশটির দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক। সেই সঙ্গে তিনি নতুন প্রেসিডেন্টের একজন ঘনিষ্ঠ মিত্র ও অন্যতম সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ পেয়ে ওসমান বলেন, মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের তালিকা তিনি প্রেসিডেন্টকে দিয়েছেন। তার অনুমোদন পেলেই সরকার পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে।

গতকাল মঙ্গলবার সেনেগালের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ৪৪ বছর বয়সী ফায়ে। এরপর প্রথম আদেশে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে ওসমানকে নিয়োগ দেন। ৪৯ বছর বয়সী সোনকো নিয়োগ পাওয়ার পর বলেন, প্রেসিডেন্ট ফায়ের কাঁধে এখন কঠিন দায়িত্ব। এ সময়টায় তাকে একা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

গত কয়েক মাস ধরে অনিশ্চয়তায় কেটেছে সেনেগালবাসীর। তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও গত সপ্তাহের নির্বাচনে তরুণ ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী ফায়ের বিজয় দেশবাসীর মধ্যে স্বস্তির অনুভূতি এনেছে যে পরিবর্তন ঘটছে। নির্বাচনের মাত্র ২০ দিন আগেও ফায়ে কারাবন্দী ছিলেন।

ভয়াবহ খরায় জিম্বাবুয়েতে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরে ভয়াবহ খরার কবলে পড়েছে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ জিম্বাবুয়ে। এর জেরে খরা মোকাবিলায় ‘জাতীয় দুর্যোগ’ ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। এছাড়া ক্ষুধা মোকাবিলায় বিপুল অর্থ প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে দেশটি। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী খরা সংকট মোকাবিলায় জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগওয়া দেশটিতে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করেছেন। নানগাগওয়া বুধবার বলেছেন, কম বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট খরা ও ক্ষুধা মোকাবিলায় তার দেশের ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। মূলত বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে দেশটির প্রায় অর্ধেক ভুট্টা ফসল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এদিকে শস্যের ঘাটতি জিম্বাবুয়েতে খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এতে করে আনুমানিক ২৭ লাখ মানুষ ক্ষুধার মুখোমুখি হবে। এছাড়া প্রতিবেশী জাম্বিয়া এবং মালাউইও সম্প্রতি খরার কারণে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ঘোষণা দিয়েছে। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলোতে চলমান এই খরা হবে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি) বলেছে, ১ কোটি ৩৬ লাখ মানুষ বর্তমানে এই অঞ্চলে ‘সংকট স্তরের’ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগওয়া বুধবার বলেন, পুরো জিম্বাবুয়ের জন্য খাদ্য সুরক্ষিত করাই আমাদের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে। জিম্বাবুয়ের কোনও নাগরিককে ক্ষুধায় আত্মহত্যা করতে বা মরতে হবে না।

জিম্বাবুয়ে অবশ্য ইতোমধ্যেই খাদ্য মূল্যের কারণে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির শিকার হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটি এখন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পর্যাপ্ত ভুট্টা পাওয়ার আঞ্চলিক ‘লড়াইয়ে’ যোগ দিয়েছে। জিম্বাবুয়ে একসময় আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে রুটির ঝুড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফসল এবং গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মারাত্মক খরার সম্মুখীন হয়েছে দেশটি। আফ্রিকার এই দেশটিতে সবচেয়ে ভয়াবহ খরা ঘটেছিল ১৯৯২ সালে। সেসময় দেশটির গবাদি পশুর এক-চতুর্থাংশই মারা গিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমবর্ধমান শুষ্ক আবহাওয়া আবারও ফিরে এসেছে। এর আগে ২০১৬ সালে এবং এরপর ২০১৯ সালেও দেশটিতে খরা ঘোষণা করা হয়েছিল।

যদিও সব খরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হয় না, তবে বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত তাপ পৃথিবী থেকে আরও বেশি আর্দ্রতা বের করে দেয় এবং এতে করে খরা আরও বেশি খারাপ হয়ে উঠছে।

আমিরাতের সাফিয়া পার্কে দীর্ঘতম ইফতার

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতে রমজানের প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য ইফতার উৎসব। আজমানের আল-সাফিয়া পার্কে ১৫ হাজারের বেশি লোক একসঙ্গে ইফতার করেন। দ্য আমিরাত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আয়োজিত এ প্রগ্রামে অংশ নেয় সব ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষ।

বিকেল ৪টার দিকে পার্কজুড়ে বিছানো হয় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ প্লাস্টিকের শিট।

এর প্রস্থ ৫০০ মিটার। এই উন্মুক্ত ইফতার আয়োজনে অংশ নেয় নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, বিশেষত এখানে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের স্কুলবাসে করে নিয়ে আসা হয়। তা ছাড়া বিশাল এই আয়োজনে অনেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উপস্থিত হয়।

ইফতারের খাবার হিসেবে বিভিন্ন বক্সে ফল, খেজুর, পানি, সালাদ, ভাতসহ নানা সামগ্রী রয়েছে।

ইফতারের আগমুহূর্তে ট্রাকে করে আনা এসব খাবার সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সহকর্মীর সঙ্গে ইফতার আয়োজনে অংশ নেওয়া সাওয়ার খান বলেন, ‘আমরা সবাই পার্কে এসে জড়ো হই এবং অপরিচিতদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নিই। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি সবার মধ্যে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুভব করি। এত বড় পরিবেশে আমার ইফতার করার অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম। আমার চারপাশে কিছু সুখী মুখ দেখতে পাওয়া আমার জন্য খুবই সুখকর অনুভূতি।’

ইফতারে উপস্থিত হওয়ার পর উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন লেবার ক্যাম্পের বাসিন্দা আনওয়ার মালিক। তিনি বলেন, ‘ইফতার আয়োজনে আসার পর আমাদের উন্মুক্ত অস্ত্র দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। সবার সঙ্গে খুবই মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা হয়।’

এদিকে রমজান মাসের শেষ মুহূর্তে আবুধাবির শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদ মুসল্লিদের বরণে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। মসজিদের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে দেড় হাজার নতুন কার্পেট বিছানো হয়েছে। রমজানের প্রথম ভাগে মসজিদটি পরিদর্শনে এসেছে পাঁচ লাখ ৭০ হাজার ১১৩ জন দর্শনার্থী। দেশটি আগামী ৮ থেকে ১৪ এপ্রিল সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে।

সন্ত্রাসবাদের তালিকা থেকে তালেবানের নাম বাদ দিতে কাজ করছে রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া জানিয়েছে যে তারা আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবানের সাথে ‘সক্রিয় সংলাপে’ সম্পৃক্ত রয়েছে এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর যে তালিকা মস্কোর রয়েছে সেখান থেকে তালেবানের নাম সরিয়ে ফেলার জন্য কাজ করছে। মঙ্গলবার রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস’র খবর অনুযায়ী ক্রেমলিনের মুখপাত্র দ্যমিত্রি পেসকভ সংবাদদাতাদের বলেন বাস্তবতা হচ্ছে এরা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ। এক ভাবে হোক বা অন্যভাবে, আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। পেসকভ বলেন, আমাদেরকে বিষয়গুলো নিয়ে চাপ দিতে হবে, তার জন্যও সংলাপের প্রয়োজন। বস্তুত আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি যেমন করি অন্যদের সাথেও। তারাই তো বস্তুত আফগানিস্তানের ক্ষমতায় রয়েছে। তিনি বিস্তারিত আর কিছু বলেননি কিন্তু তার এই বিবৃতিটি এমন এক সময়ে আসলো যার কয়েকদিন আগেই রাশিয়ার রাজধানীর অদূরে একটি কনসার্ট হলে প্রবেশ করে অন্তত ১৪৪ জনকে হত্যা করে। এটি ছিল সে দেশে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণনাশী সন্ত্রাসী হামলা। ইসলামিক স্টেটের উগ্রবাদীরা এই রক্তপাতের দায় স্বীকার করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন, এর পেছনে ছিল ওই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটির আফগান শাখা, আই এস- খোরাসান।

রাশিযার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্রুতই এই হামলার সাথে ইউক্রেনের সংশ্লিষ্টতার কথা দাবি করেন তবে ওই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি এবং যুক্তরাষ্ট্র এই দাবিটি কড়া ভাষায় নাকচ করে দেয়।

তালেবানকে সন্ত্রাসের কালো তালিকা থেকে বাদ দেয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সোমবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এমন বিবৃতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পেসকভ বলেন, আপনিতো নিজেই বললেন যে এই বিকল্পটি বিবেনায় রয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া অবধি অপেক্ষা করা যাক।

তালেবান মস্কোতে ওই হামলাকে ‘সকল মানবিক মানের নির্লজ্জ লঙ্ঘন’ বলে এর নিন্দা করেছে এবং এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে একটি সমন্বিত,স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

আই এস খোরাসানের আদ্যাক্ষর দায়েশ উল্লেখ করে তালেবানের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় বলেছে , আফগানিস্তান এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও অসামরিক লোকজনকে লক্ষ্য করে যারা আক্রমণ চালিয়েছে, সেই দায়েশ এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে তারা এমন সব গোয়েন্দা সংস্থার হাতে রয়েছে যাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামকে বদনাম করা এবং গোটা অঞ্চলকে হুমকির সম্মুখীন করা।

কোনো বিদেশী রাষ্ট্রই আনুষ্ঠানিকভাবে কাবুল সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি- এই অভিযোগে যে তারা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এবং আফগান নারীদের শিক্ষা ও কর্ম থেকে বঞ্চিত করতে ঢালাও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে।

আফগানিস্তান বিষয়ক রুশ প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত জামির কাবুলভ এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে তাসকে বলেন যে মস্কো, ‘রাশিয়া ইসলামিক ওয়ার্ল্ড: কাজান ফোরাম’ শীর্ষক একটি অর্থনৈতিক ফোরামে অংশ নিতে তালেবান প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ও প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়ার অন্যতম যারা তালিবানের ক্ষমতা গ্রহণের পরও সে দেশে তাদের কূটনৈতিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রধানত পশ্চিমি দেশগুলো তখন থেকে আফগান কূটনৈতিক মিশনগুলো কাতারে সরিয়ে নিয়েছে।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে নিজেদের শর্তে অনড় হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজায় নতুন যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে আলোচনা চলছে। যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ইসরায়েল ও হামাসকে সম্মত করতে মধ্যস্থতা করেছে কাতার। এ আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর কাছে নিজেদের নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করে ইসরায়েল। তবে বুধবার জেরুজালেম দিবসের বক্তবে হামাস প্রধান ঈসমাইল হানিয়া জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির জন্য তারা যে শর্ত দিয়েছেন সেটিতে এখনো অনড় রয়েছেন। যুদ্ধবিরতি যদি হতে হয় তাহলে তাদের শর্ত অনুযায়ী হতে হবে। এ ব্যাপারে হানিয়া বলেছেন, আগ্রাসন বন্ধে যে আলোচনা চলছে দখলদার ইহুদিবাদী ইসরায়েল সেটি অব্যাহতভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে। দখলদাররা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তাদের আগ্রাসন চলবে। আর নেতানিয়াহু এবং তার সাথে যারা রয়েছে তাদের লক্ষ্য হল যতদিন সম্ভব ক্ষমতায় থাকা। তিনি আরো বলেছেন, আমরা স্পষ্টভাবে বলছি আমরা আমাদের স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, গাজা থেকে ইসরায়েলের সব সেনা প্রত্যাহার করে নেয়া, গাজার সব মানুষকে তাদের বাড়িঘরে ফিরতে দেওয়া, আমাদের মানুষের সব প্রয়োজনীয়তা মেটানো, গাজাকে পুনর্গঠন, অবরোধ তুলে নেয়া এবং বন্দি বিনিময় শর্তে অনড় রয়েছি।

‘ত্রাণকর্মীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে ইসরায়েল’

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলায় সাত ত্রাণকর্মীকে ‘পরিকল্পিতভাবে একটার পর একটা গাড়ি টার্গেট করে’ হত্যা করা হয়েছিল। বুধবার সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন (ডব্লিউসিকে) এর প্রতিষ্ঠাতা সেলিব্রিটি শেফ জোসে আন্দ্রেস এই কথা বলেছেন।

ভিডিও কলে কথা বলার সময় আন্দ্রেস বলেছিলেন, ইসরাইলি সেনাবাহিনী দাতব্য কর্মীদের গতিবিধি জানত। একটা গাড়িবহর যেখানে ভালোভাবেই বলা আছে যে, এগুলো মানবিক ত্রাণের গাড়ি, যার উপরে ছাদে একটা ‘রঙিন লোগো’ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। তাতে এটা খুব পরিষ্কার ছিল, আমরা কারা এবং আমরা কী করি। তাই এ ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মানতে নারাজ তিনি।

এ বিষয়ে আন্দ্রেস বলেন, এটি মোটেই দুর্ভাগ্যজনক কোনো ঘটনা ছিল না যে তারা বলতে পারে, উফ! আমরা ভুল জায়গায় বোমা ফেলে দিয়েছি।

আন্দ্রেস বলেন, তারা একটি সংঘাতমুক্ত ঘোষিত এলাকায় আমাদের লক্ষ্যবস্তু করেছে। তারা এটা জানত, আমাদের দলগুলো ঐ রাস্তায় তিনটি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। তারা পরিকল্পিতভাবে গাড়িগুলোকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনার মার্কিন সরকার এবং নিহত প্রতিটি ত্রাণকর্মীর দেশকে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সোমবার সমুদ্রপথে গাজায় আসা ১০০ টন খাদ্যের তদারকি করার সময় ত্রাণকর্মীদের গাড়ি বহরে হামলা হলে তারা নিহত হন। এই ঘটনায় ‘গভীরভাবে দুঃখ’ প্রকাশ করেছিল ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। একে অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে অভিহিত করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে এই হামলা ইচ্ছাকৃত নয়– ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন আন্দ্রেস। তিনি বলেন, ত্রাণবাহী গাড়ির উপর তিনবারের বেশি হামলা করা হয়েছিল। ভিডিও সাক্ষাৎকারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের ইসরায়েলে দেওয়া এমন ব্যাখ্যা আন্দ্রেস গ্রহণ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে, আমি স্পষ্টতই ‘না’ বলব। এমনকি আমরা যদি ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ নাও করে থাকি, তবুও কোনো গণতান্ত্রিক দেশ এবং কোনো সামরিক বাহিনীই বেসামরিক ও মানবিক কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করতে পারে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অবৈধ অভিবাসীদের ‘অমানুষ’ বললেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের ‘পশু’ ও ‘অমানুষ’ বলে মন্তব্য করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় থাকাকালেও অভিবাসীদের বিষয়ে এই ধরনের বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্প। মঙ্গলবার মিশিগান রাজ্যে দেওয়া এক বক্তব্যে ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসীদের উদ্দেশ্যে এই আপত্তিকর ও অবমাননাকর মন্তব্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ট্রাম্প পুলিশি পাহারায় মিশিগানের নির্বাচনী প্রচারসভায় হাজির হন। তিনি তার মন্তব্যে এ অঙ্গরাজ্যে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলার কথা উল্লেখ করেন। আগামী ৬ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি যদি জয়ী না হন, তবে যুক্তরাষ্ট্রে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে বলে সতর্ক করেন তিনি। মিশিগানের পর উইসকনসিনের গ্রিন বে এলাকায় আরেক প্রচারসভায় বক্তব্য দেন ট্রাম্প। তিনি সেখানে এবারের নির্বাচনকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘চূড়ান্ত লড়াই’ বলে মন্তব্য করেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধভাবে বসবাসকারী ভেনেজুয়েলার এক অভিবাসীর হাতে জর্জিয়ার এক শিক্ষার্থী খুনের অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কিছু অভিবাসী আছে যারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। ট্রাম্প বলেন, ডেমোক্র্যাটরা তাদের পশু বলে ডাকতে নিষেধ করে। তারা তাদের মানুষ বলে। আমি বলি, তারা মানুষ নয়। তারা পশু। যুক্তরাষ্ট্রের এক অবৈধ অভিবাসীর হাতে খুন হওয়া মিশিগানের এক নাগরিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবি করেন ট্রাম্প। তবে ওই ব্যক্তির বোন তা অস্বীকার করেছেন। ট্রাম্প বরাবরই অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান জানিয়ে আসছেন। এর আগেও অনেকবার দাবি করেছেন, অবৈধভাবে মেক্সিকো সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারীরা আমেরিকায় বিভিন্ন সহিংস অপরাধে ইন্ধন দিচ্ছে। উল্লেখ্য, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে মিশিগান ও উইসকনসিন রাজ্য দুটিকে সুইং স্টেট (দোদুল্যমান) বলা হচ্ছে। এ দুটি অঙ্গরাজ্যের ভোটের ফলাফলের ওপর জো বাইডেন বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে যাওয়া নির্ভর করছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে এই দুই অঙ্গরাজ্যে সামান্য ব্যবধানে হেরে যান ট্রাম্প। এবারও এই দুটি অঙ্গরাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৭ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৩	৫ .২৫
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৭	
এশা	৭.০৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

রমজানে জনপ্রিয় হয়েছে আফগান পানীয় ‘পামির কোলা’

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের বর্বরতম আক্রমণ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসরাইলি পণ্য বয়কটের ডাক দেয়া হয়েছে। বহু দেশে মুসলিমদের সাথে অমুসলিমরাও ইসরাইলি পণ্য কিনতে চাইছেন না। বয়কটের তালিকায় থাকা পানীয়গুলোর শূন্যস্থান পূরণ করতে নেমে পড়েছে পামির কোলা। বয়কটের বাজারে সাহস করে ঢুকে পড়েছে আফাগানিস্তানের এই কোমল পানীয় ব্র্যান্ড।

ইরানের সামরিক স্থাপনায় পৃথক জঙ্গি হামলা, নিহত ২৭

আপনজন ডেস্ক: ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) সদর দফতরে হামলায় ইরানি নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তত ১১ সদস্য নিহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জইশ আল-আদল (আর্মি অফ জাস্টিস)-এর ১৬ সদস্য নিহত হয়। বৃহস্পতিবার দেশটির সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের রাস্ক এবং চাবাহারে অবস্থিত ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সদর দফতরকে লক্ষ্য করে জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ আল-আদল এ হামলা চালায়। গণমাধ্যম আল-জাজিরা বলছে, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তবর্তী সিস্তান-বেলুচেস্তানের চাবাহার এবং রাস্ক শহরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। বন্দুকধারীরা একযোগে বিভিন্ন নিরাপত্তা ও সামরিক কম্পাউন্ডে হামলা চালায়। তাদের পরনে আত্মঘাতী পোশাকও ছিল। তবে ইরানের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাজিদ মিরাহমাদি রাষ্ট্রীয় টিভিকে বলেন, সন্ত্রাসীদের চাবাহার এবং রাস্কে গার্ডস সদর দফতর দখলের লক্ষ্যে করা হামলা ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য, একটি চরমপন্থি সুন্নি মুসলিম গোষ্ঠী জইশ আল-আদল। এরা দক্ষিণ-পূর্ব ইরান ও পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ থেকে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এদিকে দামেস্কে ইরানের কনস্যুলার অ্যানেক্সে একটি বিমান হামলায় সাতজন বিপ্লবী গার্ড নিহত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এই হামলা চালানো হলো। ওই হামলায় নিহতদের মধ্যে দুইজন জেনারেলও ছিলেন।

ব্রিটেনে নির্বাচনে বড় ব্যবধানে হারবে ঋষি সুনাকের দল: সমীক্ষা

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় নির্বাচন। আসন্ন সেই নির্বাচনে বড় ব্যবধানে হারতে চলেছে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি।

বুধবার প্রকাশিত একটি জরিপের ফলাফল বলছে, আগামী নির্বাচনে মাত্র দেড়শ’র কাছাকাছি আসন পাবে ঋষি সুনাকের দল।

বিপরীতে, চার শতাধিক আসনে জিততে চলেছে বিরোধী লেবার পার্টি। আনুমানিক ভোট ভাগের ভিত্তিতে পৃথক সংসদীয় আসনের ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে জরিপকারী সংস্থা ইউগভ। তাদের সবশেষ জরিপ বলছে, আসন্ন নির্বাচনে সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টি মাত্র ১৫৫টি আসনে জয়লাভ করবে। বিপরীতে, লেবার পার্টি জিতবে ৪০৩ আসনে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে মোট আসন সংখ্যা ৬৫০টি।

২০১০ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে কনজারভেটিভরা। কখনও জোট, কখনও এককভাবে সরকার গড়েছে তারা। এই সময়ের মধ্যে পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন প্রধানমন্ত্রী দেশটি শাসন করেছেন।

কনজারভেটিভ শাসনামলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে ভোটাভুটি এবং কোভিড সংকট মোকাবিলা নিয়ে কেলেঙ্কারিতে দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখে পড়েছিল দেশটি।

ইসরায়েলি হামলার কারণে গাজায় ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধের শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা অব্যাহত থাকার কারণে সেখানে ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যদের হামলায় ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের (ডব্লিউসিকে) সাতজন সাহায্য কর্মী নিহত হয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সংস্থাটি তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে গাজা উপত্যকার অনেক ফিলিস্তিনির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে, কিভাবে পরিবারের জন্য খাদ্য জোগাড় করবেন। অন্য একটি মার্কিন দাতব্য সংস্থা আনেরাও এমন ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ায় কাজ স্থগিত করে দিয়েছে। তারা দাতব্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন (ডাব্লিউসিকে)-এর সঙ্গে কাজ করত। সংস্থা দুটি একসঙ্গে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডজুড়ে সপ্তাহে দুই মিলিয়ন খাবার পরিবেশন করে আসছিল।

জাতিসংঘ আগেই সতর্ক করে বলেছিল, গাজার আনুমানিক ১.১ মিলিয়ন মানুষ (অর্ধেক জনসংখ্যা) খাদ্যসংকটে ভুগছে। গাজায় ত্রাণ প্রবেশে ইসরায়েলি নিষেধাজ্ঞা ও চলমান যুদ্ধের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ডাব্লিউসিকে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করায় সমুদ্রপথে সাইপ্রাস থেকে আসা খাদ্য সহায়তার সরবরাহের কাজও বন্ধ হয়ে গেছে। ডব্লিউসিকে গাজার উত্তরে সাহায্যের গতি বাড়াতে এবং দুর্ভিক্ষ এড়াতে গত মাসে থেকে খাদ্য সহায়তার সরবরাহে সাহায্য করছিল।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৯৪ সংখ্যা, ২২ চৈত্র ১৪৩০, ২৫ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

বসন্তের কোকিল

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই ক্ষমতায় থাকিবার জন্য ক্ষমতাসীনদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তাকারী লাগে। সহায়তাকারী মানে কী? তাহারা বন্ধু, নাকি বসন্তের কোকিল? প্রকৃত বন্ধু কে? ইহার সংজ্ঞায় বলা যাইতে পারে—যিনি বা যাহারা মরুতপ্ত রোদে, তুষারাবৃত পথে, কৃষ্ণঘন রজনিতে কিংবা সকল ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে পাশে থাকেন—তিনি প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুত্বের দর্পণে বাংলায় একটি প্রবাদ রহিয়াছে—'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।' এই জন্য আমরা দেখিতে পাই—প্রকৃতিতে যখন ফুলের মেলা বসে, গাছে গাছে যখন সবুজ পাতার ছড়াছড়ি হয় তখনই প্রজাপতির মেলা বসে। মৌমাছি ব্যস্ত হয় মৌ সংগ্রহে। শীতের শীর্ণ গাছে কোকিল বসিতে দেখা যায় না। কিন্তু বসন্তে গাছে গাছে যখন গজাইয়া উঠে নূতন কুঁড়ি আর হরিত পত্র—বসন্তের কোকিল তখন কুহুকুহু রবে মাতোয়ারা করিয়া তোলে সারা এলাকা। যুগে যুগে বসন্তের কোকিলেরা এইভাবে সুসময়ে আসিয়া সমস্ত চরাচরে তাহাদের কণ্ঠের দাপটে রাষ্ট্র করিয়া দেয়—তাহারা রহিয়াছে, তাহারাই কেবল রহিয়াছে—জগতে যেন আর কেহ নাই! বারংবার ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য ক্ষমতাসীনরাও এই দুর্নীতিগ্রস্তদের সহায়তা লইতে দেখা যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিবার জন্যই তাহারা এই ধরনের সুবিধাভোগীদের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অবস্থা এমন হয় যে, ঐ সুবিধাভোগী কোকিলরা নিজেদের স্বার্থেই ক্ষমতাসীনদের ধারাবাহিকতা ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। মনে করা হয়, একদম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এই কোকিলদের সংখ্যা যত বেশি হইবে তত বেশি সুবিধাজনক অবস্থা থাকিবে ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার ক্ষেত্রে।

তবে নির্মম সত্য হইল—কেহ চিরকাল ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। হয়তো কেহ দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বৎসর ক্ষমতার আসমানে অবস্থান করিতে পারে—ইহা একেক দেশে একেক রকম—কিন্তু শেষ ফলাফল হইল ক্ষমতার আসমান হইতে তাহাকে একদিন জমিনে নামিয়া আসিতেই হইবে। এবং আরও একধাপ বাড়াইয়া বলা যায়—সকলকেই অন্ধকার মাটির ঘরে পাকাপাকি প্রবেশ করিতে হইবে। সকালে সূর্য উঠিলে উহাকে যেমন বিকালে অস্তাচলে আসন পাতিতেই হয়, জন্মিলে যেমন মরিতেই হয়—তেমনি ক্ষমতার সিংহাসন হইতেও একটি নামিতেই হয়। ইহা নেতিবাচক কোনো কথা নহে। ইহা হইল জগতের চিরন্তন বাস্তব কথা। আর এই বাস্তবতা ভুলিয়া কেহ যদি মনে করেন, মধ্যগগনের সূর্য কখনোই অস্ত যাইবে না, গোধূলিবেলা, সন্ধ্যাকাল এবং অমানিশাও আসিবে না কখনো—তাহারা নিঃসন্দেহে বোকার স্বর্গে বসবাস করেন।

ইহা গেল একটি দিক। অন্য দিক হইল, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই ক্ষমতাসীনদের পতনের নেপথ্যে থাকিতে দেখা যায় তাহাদেরই তথাকথিত বিশ্বস্ত লোকদের। অথচ একটি সময় পর্যন্ত মনে হয় যেন তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল কিছুই তাহাদের সুবিধাভোগীদের নিয়ন্ত্রণে। এই সকল সুবিধাভোগী বসন্তের কোকিল ততদিন অবধি কুহুকুহু করে, যতদিন বসন্ত থাকে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের বসন্ত থাকে। কিন্তু বসন্ত ফুরাইয়া গেল, অর্থাৎ পতনের পর দেখা যায়, সকল কিছু তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা গিয়াছে, বিপুল ক্ষমতাধরদের পতনের কিছু বৎসর পর তাহাদের এপিটাফে প্রদীপ দেওয়ার মতোও কেহ থাকে না। কাহারা বসন্তের কোকিল আর কাহারা প্রকৃত বন্ধু—সেই ব্যাপারে সচেতন থাকিবার শিক্ষা ইতিহাসই আমাদের দেয়। প্রকৃত বন্ধুরা না থাকিলে কী হয়, তাহার উদাহরণ বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের শুরুতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বুঝিতেই পারেন নাই তাহার সবচাইতে কাছের লোকজনই ষড়যন্ত্রে শামিল হইয়াছেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে নবাবকে বিভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দেন তাহারই নিকটজন। সুতরাং শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকিলেও প্রকৃত বন্ধুর অভাবে পরাজয়ের শিকল পায়ে জড়াইতে পারে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, ক্ষমতাকে যদি বসন্তের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে এই বসন্তের সময় সকল পাখিই 'কোকিল' হইতে চাহে। সুতরাং বসন্তের সময় কোকিলদের মিষ্ট কুহুধ্বনি হৃদয়ে ভালোলাগার অনুভূতি জাগাইলেও তাহাই আসল চিত্র নহে।

• • • • • • • • • • • •

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য হিজবুল্লাহ যেভাবে তৈরি হয়েছে

একদা ইসরায়েলের নেতা ইহুদ বারাক বলেছিলেন, 'আমরা যখন লেবাননে ঢুকব, সেখানে হিজবুল্লাহর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। দক্ষিণের শিয়ারা আমাদের সুগন্ধি ধান আর ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। সেখানে আমাদের যাওয়ার ক্ষেত্র হিজবুল্লাহ তৈরি করে দিল।' ইসরায়েলের সঙ্গে হিজবুল্লাহ দুইবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। প্রথমটা ১৯৮৫ থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরব্যাপী গেরিলাযুদ্ধ। এই সংঘাতে হিজবুল্লাহ বিজয়ী হয়, কিন্তু তাদের বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এতে ইসরায়েলের সামরিক সক্ষমতার চেয়ে বরং রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে বড় ধাক্কা লাগে। লিখেছেন **ওমর আশর**।

একদা ইসরায়েলের নেতা ইহুদ বারাক বলেছিলেন, 'আমরা যখন লেবাননে ঢুকব, সেখানে হিজবুল্লাহর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। দক্ষিণের শিয়ারা আমাদের সুগন্ধি ধান আর ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। সেখানে আমাদের যাওয়ার ক্ষেত্র হিজবুল্লাহ তৈরি করে দিল।'

ইসরায়েলের সঙ্গে হিজবুল্লাহ দুইবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। প্রথমটা ১৯৮৫ থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরব্যাপী গেরিলাযুদ্ধ। এই সংঘাতে হিজবুল্লাহ বিজয়ী হয়, কিন্তু তাদের বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এতে ইসরায়েলের সামরিক সক্ষমতার চেয়ে বরং রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে বড় ধাক্কা লাগে।

দ্বিতীয় যুদ্ধটা ছিল আরও বিস্ময়কর। ২০০৬ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসের সেই সংঘাতে হিজবুল্লাহ পদাতিক যুদ্ধ, সাঁজোয়া যান ও ট্যাংকবিরোধী কৌশল এবং সাইবার ও তথ্যপ্রযুক্তি হামলায় হিজবুল্লাহ মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছিল। রসদ ফুরিয়ে আসা সত্ত্বেও যুদ্ধের পুরোটা সময় তারা রকেট হামলা অব্যাহত রাখে। ২০০৬ সালের এই যুদ্ধের ফলাফল ড্র হয়। ১৯৪৮ সালের পর কোনো আরব বাহিনী ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে এতটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

বর্তমানে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহ তৃতীয় লড়াইয়ের মুখোমুখি। সেই যুদ্ধ যদি সত্যিই শুরু হয়, তাহলে সামরিক দিক থেকে তার ফলাফল কী হবে?

৭ অক্টোবর থেকে হিজবুল্লাহ ও দক্ষিণ লেবাননে তাদের মিত্রদের সঙ্গে নিয়মিতভাবেই ইসরায়েলের গোলা বিনিময় চলছে। ধাপে ধাপে পাল্টাপাল্টি হামলার তীব্রতাও বাড়ছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এসে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরায়েলের দিকে রকেট হামলার সংখ্যা গাজা থেকে চালানো রকেট হামলার সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়। এখন গড়ে প্রতিদিন ১০০টি রকেট হামলা করছে হিজবুল্লাহ। ২০০৬ সালে তারা গড়ে প্রতিদিন ১২০টি রকেট হামলা করেছিল।

ইসরায়েল তাদের তথাকথিত 'দাহিয়া মতাদর্শ' শত্রুদের শায়েস্তা করার কাজে ব্যবহার করছে। এই মতবাদের মূল কৌশল হলো, শত্রুদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, বেসামরিক লোকজন ও তাদের অবকাঠামোর ওপর নির্বিচারে হামলা চালানো। সম্প্রতি গাজায় এই কৌশলের প্রয়োগ করছে ইসরায়েল। দক্ষিণ লেবাননের ক্ষেত্রেও স্বল্পমাত্রায় এই প্রয়োগ তারা করছে।

এই মতবাদের সারবত্তা হলো, প্রতিবেশী দেশগুলোর বেসামরিক জনগণের ওপর হামলা চালাতে হবে এই কারণে যে তারা সশস্ত্র যোদ্ধাদের রকেট হামলা চালানোর অনুমতি দিচ্ছে। বিদ্রোহ নির্মূলে পশ্চিমা চিরায়ত কৌশল হলো বিদ্রোহীদের 'মন ও প্রাণ' জিতে নাও। কিন্তু ইসরায়েলের দাহিয়া মতাদর্শ হলো, বোমা হামলা করে বেসামরিক জনসাধারণের 'মন ও প্রাণ' গুঁড়িয়ে দাও, যাতে বিদ্রোহীরা কোনোভাবেই ইসরায়েলে হামলা করার মতো পরিবেশ না পায়।

এই কৌশল প্রয়োগ করে ইসরায়েল তার কিছু প্রতিপক্ষের শক্তি কমাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই কৌশল কিছু শক্তিশালী শত্রুর জন্ম দিয়েছে, যারা সর্বাত্মক যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য রাখে।

২০০৬ সালের হিজবুল্লাহ আর ২০২৪ সালের হিজবুল্লাহ শক্তিমত্তার দিক থেকে এক নয়। হিজবুল্লাহর এখনকার সামরিক সক্ষমতা যেকোনো বিশাল আকারের অ-রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও অনেক রাষ্ট্রীয় বাহিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হিজবুল্লাহর সামরিক শক্তির মূল ভিত্তি মূলত স্থলবাহিনী। যোদ্ধা ও মজুত বাহিনীসহ হিজবুল্লাহর মোট সেনাসংখ্যা এক লাখের বেশি।

হিজবুল্লাহ বাহিনীর শক্তির মূল ভিত্তি রাদওয়ান ফোর্স। এই অভিজাত ইউনিটের জনবল দুই হাজার থেকে তিন হাজার। রাদওয়ান ফোর্সের সেনাদের স্নাইপিং অভিযান, বৈরী পরিবেশে যুদ্ধ এবং শত্রুশিবিরে ঢুকে অভিযান পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

হিজবুল্লাহর স্থলবাহিনীর ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানবিরোধী ইউনিটও রয়েছে। আমার হিসাবমতে, হিজবুল্লাহর কাছে এখন ১৯ ধরনের বেশি ট্যাংকবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট সিস্টেম রয়েছে। এর মধ্যে রাশিয়ার তৈরি লেজার-গাইডেড করনেটস এবং আমেরিকার তৈরি ওয়্যার-গাইডেড টিওডব্লিউএস-জাতীয় মিসাইলও রয়েছে।

সিরিয়া যুদ্ধের সময় হিজবুল্লাহ ট্যাংক নিয়ে যুদ্ধ করতে শিখেছে। ইসরায়েলের বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য হিজবুল্লাহ তাদের সাঁজোয়া যানের বড় অংশটিই সিরিয়ায় রেখেছে।

হিজবুল্লাহর কাছে মূলত পুরোনো সোভিয়েত আমলের টি-৫৪/ টি-৫৫ ও টি-৭২ ধরনের ট্যাংক রয়েছে।

হিজবুল্লাহর ট্যাংক যুদ্ধের চেয়ে ট্যাংকবিরোধী পদাতিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে ইসরায়েলি বাহিনী ট্যাংক যুদ্ধে সুদক্ষ।

আমার গবেষণা সূত্রে বলতে পারি, হিজবুল্লাহর কাছে ১৩ ধরনের বেশি আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। যদিও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাটি এখন পর্যন্ত হিজবুল্লাহর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। আকাশযুদ্ধ করার মতো ড্রোনের মজুত সীমিত। নৌযুদ্ধ করার সামর্থ্যও তাদের কম। তাদের কাছে হালকা অস্ত্রে সজ্জিত নৌযান রয়েছে।

ইলেকট্রনিক ও সাইবার যুদ্ধের কিছুটা সক্ষমতা হিজবুল্লাহর আছে। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, তথ্য পরিচালনা ও পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তি চালাতে সু-অভিজ্ঞ গোয়েন্দা ইউনিট তাদের রয়েছে। এ ছাড়া তারা একটি স্বাধীন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পেরেছে।

হিজবুল্লাহর শক্তিশালী স্থলবাহিনী মূলত রকেট ও সাঁজোয়া যানের (হালকা, মাঝারি ও ভারী) ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ২০০৬ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে এসে সংখ্যা, পাল্লা, নির্ভুলতার দিক থেকে হিজবুল্লাহ রকেটব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

২০০৬ সালে ৩৪ দিনের যুদ্ধে হিজবুল্লাহ ৪ হাজারটি রকেট ছুড়েছিল। এখন হিজবুল্লাহের অস্ত্রভান্ডারে ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি রকেট ও মিসাইল রয়েছে। এসব রকেট ও মিসাইল কাছের ও দূরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করার সক্ষমতা আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, ফালাক-১ রকেট ১০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করতে সক্ষম। ৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বিস্ফোরক বহন করতে পারে। অন্যদিকে জেলজাল মিসাইল ২০০ কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম, ৬০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বিস্ফোরক নিতে পারে।

কৌশলগত দিক থেকে দূরপাল্লার মিসাইল ইসরায়েলের জন্য সমস্যার কারণ। হিজবুল্লাহকে যদি ইসরায়েলি বাহিনী উত্তর দিকের লিতানি নদী পর্যন্ত হটিয়েও দিতে পারে, তারপরও ইসরায়েলে হামলার সংখ্যা কমবে না।

হিজবুল্লাহর কাছে এখন ৬৫ হাজার মিসাইল রয়েছে, যেগুলোর পাল্লা ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে। আর ২০০ কিলোমিটারের বেশি পাল্লার মিসাইলের সংখ্যা ৫ হাজারের বেশি। এর মানে হচ্ছে, হিজবুল্লাহ লিতানি নদীর উত্তরাঞ্চল থেকে তেল আবিবে মিসাইল হামলা করতে সক্ষম।

বর্তমানে হিজবুল্লাহর সম্ভাব্য স্থল আক্রমণের ঝুঁকির মুখে ইসরায়েল তাদের উত্তর দিকের সীমান্তে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু খুব দ্রুতই আক্রমণাত্মক অবস্থানে যেতে পারে। রক্ষণাত্মক থেকে আক্রমণাত্মক অবস্থানে যেতে হলে গাজা থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ব্রিগেড সরিয়ে উত্তর দিকের সীমানায় নিয়ে যেতে হবে।

যাহোক, পরিস্থিতি এখন মীমাংসার অনেক বাইরে রয়ে গেছে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অনেক বেশি বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার।

ওমর আশর দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ক্রিটিক্যাল সিকিউরিটি স্টাডিজ প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ

আপন কণ্ঠ

বিশ্বজনীন ঈদে সরকারি ছুটি কমপক্ষে তিন দিন হোক

দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র রমজান। ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা পুরো মাস জুড়ে রোজা তথা উপবাস ব্রত পালন করেন। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর বিশ্বব্যাপী সাড়ম্বরে পালিত হয় খুশির ঈদ। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন এই দিনটিতে। কর্মসূত্রে অনেকেই বাড়ি থেকে বহু দূরে রমজান মাস কাটান। বার্ষিক এই ঈদুল ফিতরের দিনে পরিবারের সঙ্গে আনন্দে সামিল হতে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ঘরে ফেরেন প্রত্যেক ইসলাম ধর্মালম্বীরা। কিন্তু ঈদের সরকারি ছুটি কেবলমাত্র একদিন হওয়ায় ২০০-৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে বাড়ি ফিরতে ঈদের দিন হয়ে যায়। আবার কয়েক ঘন্টা সময় কাটিয়ে পুনরায় ফিরে যেতে হয় কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে। তাই সময়ের অভাবে তাদের ঈদের আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জনদরদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ,যাতে ঈদের আগে একদিন ও পরে একদিন সরকারি ছুটি দেওয়া হয়। যার ফলে রাজ্যের চাকরিজীবীরা তাদের পরিবারের সঙ্গে আনন্দে খুশির এই ঈদুল ফিতর উৎসব কাটাতে পারে।

মোঃ সাবির হোসেন
ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪পরগনা

রামজি বারুদ

আমেরিকার রাজনীতি ও বাইডেন-ট্রাম্প বিতর্ক

গত বছর স্টেট অব দ্য ইউনিয়নের ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নানা বিষয়ে কথা বলেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে জেঁকে বসা মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই, অভিবাসননীতির সংস্কারসহ 'আরো বেশি স্বাধীনতা, আরো সম্মান এবং আরো শান্তি' প্রতিষ্ঠায় কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। ভাষণে বাইডেন মূলত যে বার্তাটি দিতে চেয়েছিলেন তা হলো, তার নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক প্রশাসনই কেবল ওয়াশিংটনকে ক্রমবর্ধমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করতে পারে। কোনো কোনো বিশ্লেষক অবশ্য বাইডেনকে খুব বেশি বাহবা দিতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, বাইডেন প্রশাসন যে সব ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, এমন কথা বলা যাবে না। আবার বাইডেনের জমানায় যুক্তরাষ্ট্র খুব খরাপ ছিল বা আছে, সেই দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়। বাইডেন শিবির এ-ও দাবি করে বসতে পারে, অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তমানে যেসব সমস্যার সম্মুখীন, তার জন্য তো বাইডেন প্রশাসন দায়ী নয়। বাইডেন নিজে দাওয়াত করে এসব জড়ো করেননি। তারা এমন দাবি করতে চাইবেন, চলমান নানাবিধ সমস্যা-সংকটের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা তারও আগেকার প্রশাসনগুলোই দায়ী। যাহোক, এসব নিয়ে আলোচনা করা একটু মুশকিলই! এই সত্য কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না যে, কয়েক দশক ধরে মার্কিন নীতি সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন বাইডেন। তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। মাত্র ২৯ বছর বয়সে সিনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন যিনি, সেই বাইডেনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা বইকি। সফল সিনেটর হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিতে নাম লেখানো বাইডেন বারাক ওবামার সময়ে ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলেছেন সফলতার সঙ্গে। সবশেষে ট্রাম্পকে হারিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করেন। এই অর্থে বলতে হয়, গণতান্ত্রিক বা প্রজাতন্ত্রী প্রশাসনের অলিগলি বাইডেনের বেশ ভালোমতোই জানা।

অনেকে বলতে চান, হোয়াইট হাউজের নেতৃত্বে আসা অনেক নেতার হাত ধরেই বহু কিছু ঘটতে দেখেছে বিশ্ব! সোভিয়েত আমলের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক ব্লকের বিলুপ্তির পর বিশেষত পূর্ব ইউরোপে নানাবিধ সমস্যার স্তূপ জড়ো হয়েছে একটু একটু করে। বর্তমানে পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে, বলতে হবে। এখন এই অঞ্চলে যেসব সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তার বেশির ভাগ ওবামা প্রশাসনের সময়েও ছিল। অভিবাসননীতি ও সীমান্তসংকট, মার্কিন মুলুকজুড়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের মতো সমস্যাও ছিল বেশ ভালো মাত্রায়। এসব ইস্যু যে খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পেরেছিল পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলো, এমন দাবি কেউ করতে পারবে না জোর গলায়। বাইডেনের আগে এমন অনেক প্রশাসন ছিল, যাদের নিয়ে এখন নানা ধরনের কথাবার্তা হয়। আলোচনা-সমালোচনা চলে। সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, এ ধরনের দাবিও ওঠে বিভিন্ন প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ইরাক যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পশ্চাত্পসরণ, দক্ষিণ চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকাতে না পারার মতো নানা অভিযোগ তোলা যাবে আগের প্রশাসনগুলোর বিরুদ্ধে। তার চেয়েও বড় কথা, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের বিষয়ে যদি জুতসই উদ্যোগ গ্রহণ করা যেত কিংবা এই অঞ্চল ঘিরে কোনো জুতসই নীতি বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেত, তাহলে হয়তো আজ আর ফিলিস্তিন-ইসরাইল এত বড় টানাপোড়েনের মুখে পড়ত না। শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বের করতে না পারার কারণেই যে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় বারবার, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে, ইরাক যুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তেমন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি মার্কিন প্রশাসনগুলো, যেমনটা প্রত্যাশা ছিল সবার।

এর ফলে কী হয়েছিল? এলোমেলো হয়ে যায় অনেক কিছু। ক্ষমতা ও নেতৃত্বে একধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। আর এই শূন্যতা পূরণ করতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষের সাহায্যের দরকার পড়ে। সব থেকে বড় প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় মধ্যপ্রাচ্যে। নজিরবিহীন সব যুদ্ধ দানা বাধে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে। আজ এই অঞ্চলে যে 'অরক্ষিত ভাব' প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নেতৃত্বের শূন্যতা বিরাজ করছে, তা সেই সময়কার ব্যর্থতার বিষফল। এশিয়া নিয়ে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টরা। 'আমাদের প্রতিযোগীরা যদি নিয়মনীতি মেনে না চলে, তাহলে আমি তাদের পাশে থাকব না'—খোদ বারাক ওবামার মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল এ ধরনের কথা। তবে এতে কি কোনো কাজ হয়েছে? বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে যেসব বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটা হয়েছে, সেসবে কি আহামরি কিছু হয়েছে? অবশ্যই না। শুধু মুখের কথায় তো আর খুব বেশি পার্থক্য গড়া যায় না। নেতৃত্বের বিচারে কম নম্বর পাবে রিপাবলিকানরাই! সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা এমন সব কর্মকাণ্ড করে চলেছেন, যা একপ্রকার অপ্রত্যাশিতই! বিভক্ত জাতিকে একত্রিত করার কথা চিন্তা করার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা নিয়ে গালগল্প করতেই বেশি দেখা যায় তাদের। রাজনৈতিক বক্তৃতার ঝড় বয়ে যায় যেন! এই ঝড় তোলার জন্য বিশেষ করে দায়ী করতে হয় ট্রাম্পকে। ২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় ট্রাম্পের মুখে যেন কথার খই ফুটেছিল। 'ওয়াশিংটনকে জলাভূমি থেকে টেনে তুলব আমি'—এমন নানা প্রতিশ্রুতির বাণী শুনিয়ে সেবার নির্বাচনে জেতেন তিনি। ট্রাম্প এতটাই 'উদ্যমী' হয়ে ওঠেন যে, ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেন পদে পদে! ২০২৪ সালে এসেও ঠিক আগের মতোই আচরণ করছেন তিনি। 'দেশকে বাঁচানোর জন্য আমাদের অভূতপূর্ব কিছু করতে হবে এবং এক্ষেত্রে এমন একজন নেতার প্রয়োজন, যিনি একেবারে প্রথম দিন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন'—এবারের নির্বাচনে এ ধরনের কথাও তিনি বলে যাচ্ছেন বিরতিহীনভাবে। প্রশ্ন হলো, তিনিই কি সেই নেতা, যিনি একদম শুরুর দিন থেকে হোয়াইট হাউজ কাঁপাবেন? আগেই উল্লেখ করেছি, এ ধরনের কথাবার্তা তিনি আগের নির্বাচনের সময়ও বহুবার বলেছেন। সুতরাং, তার কথা কে মানবে? অবশ্য ট্রাম্পের সমর্থকেরা দাবি করেন, 'ট্রাম্পের জমানায় দেশ ভালো ছিল।' সত্যিই কি তাই?

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে ইদানীং বেশ ঘন ঘন কথা বলেন ট্রাম্প। ট্রাম্প প্রায়শই বলেন, 'মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের সমাধান করে দিতে পারি আমি।' মনে থাকার কথা, ২০১৯ সালের জুনে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল তার। ধারণা করা হয়, কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধের অবসান ঘটাতেই কোরিয়া ভূখণ্ডে উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, সেই ঘটনার পর থেকে পরিস্থিতি আরো ঘোলা হয়েছে। শুধু উত্তর কোরিয়া কেন, পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যসহ বেশ কিছু অঞ্চলেও একই ধরনের কাজ করেছেন ট্রাম্প। বাস্তবতা হলো, আগ বাড়িয়ে কেবল প্রতিশ্রুতির বাণী শুনিয়ে গেলেই সমস্যার সমাধান হয় না।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান বিষাক্ত রাজনীতিই বিভিন্ন ইস্যুকে নাজুক করে তুলছে। ফলে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট যিনিই হন না কেন, ওয়াশিংটনের সমস্যা কাটবে না শিগিগরই। ক্রমবর্ধমান সমস্যার উত্তরণে আমেরিকার জন্য আসল চ্যালেঞ্জ হলো 'একটি নতুন সামাজিক চুক্তি', যা রাজনীতিকে ছাপিয়ে জনগণের কথাকে বড় করে দেখবে। ভালো কিছু প্রত্যক্ষ করা যাবে কেবল তখনই।

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতার মজলিশ বাঙালিদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিগড়

আপনজন: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত বাঙালি পড়ুয়াদের আয়োজনে সফল হলো ইফতার মাহফিল। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালি পড়ুয়া উন্নয়ন পরিষদ ও সিনিয়র গবেষকদের যৌথ উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই ইফতারে সাড়ে তিনশো পড়ুয়া অংশগ্রহন করে। বেশিরভাগ পড়ুয়া পশ্চিমবঙ্গের নিবাসী হলেও আসাম, ত্রিপুরা, এবং ঝাড়খন্ড থেকে আগত বাঙালিরাও এই মাহফিলে অংশগ্রহণ করে। আমন্ত্রিত অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমুবি শিক্ষক পরিষদের বাঙালি সদস্য ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, পূর্বতন ইউনিভার্সিটি জামা মসজিদের সুন্নি নাজিম তথা দ্বিনীয়াত বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে রিমোট সেন্সিং বিভাগে সদ্য অতিথি অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ড. মোহাম্মদ কাইকুবাদ আলি বলেন, বাড়ি থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বাঙালিদের মধ্যে ভাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের জন্যে এই আয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি উন্নয়ন পরিষদের সেক্রেটারি তানজেনুর ইসলাম জানান, প্রতি বছর আলীগড়ে পাঠরত বাঙালি পড়ুয়ারা একসাথে এই রমজান মাসে মিলিত হয় ইফতার মাহফিলে। এতে সকলের মধ্যে পরিচয় বাড়ে। তিনি আরো জানান, অমুবি বাঙালি পড়ুয়া উন্নয়ন পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাতে আরো ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি পায়, সেজন্যে এই ট্রাস্ট নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং দেওয়া থেকে নানা ভর্তি সংক্রান্ত সহায়তা করছে। উল্লেখ্য, এখন আমুতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির ফর্ম জমা চলছে।

জমিয়তে উলামায়ে বাংলার বস্ত্র বিলি ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: জমিয়তে উলামায়ে বাংলার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে ভাঙরের পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী রহঃ খানকা শরীফের সভাকক্ষে ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন জেলার সমস্ত থানা কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়,থানা কমিটির প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রকৃত যারা প্রাপক তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে বাংলার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক আলহাজ্ব হাফেজ আজিজ উদ্দিন, মাঝের আইট দরবার শরীফের পীরজাদা মাসুম বাখতেয়ারী, শিক্ষক হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী, জেলা সভাপতি মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, সম্পাদক মাওলানা মোকাররম হোসেন, মাষ্টার ইয়াসমিন, জাকির হোসেন সহ প্রমুখ। বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, জমিয়তে উলামায়ে বাংলা, এবং দেশের শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের পক্ষে জমিয়ত নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে, সাজ্জাদ সাহেব আরও বলেন সাথে সাথে ধর্মের উপর যখনই কোন আঘাত এসেছে জমিয়তে উলামায়ে বাংলা বীর বিক্রমে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক আলহাজ্ব হাফেজ আজিজ উদ্দিন বলেন, ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ, কিন্তু এই আনন্দ সীমাবদ্ধ শুধু সামর্থ্যবানদের মাঝে। প্রতি বছর ঈদ আসে, ঈদ যায়,কারো কাছে ঈদ মানে লাখ টাকার শপিং আবার কারো কাছে ঈদের দিনটি অন্য দিনের থেকে ব্যতিক্রম কোন দিন না । সেই একই ছেঁড়া জামা, সেই একই ভাবে ক্ষুধার জ্বালা বুকে নিয়ে বিত্তবানদের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানো, ঈদের খুশি থেকে তারা বরা বরাই বঞ্চিত থাকে । জমিয়তে উলামায়ে বাংলার পক্ষথেকে সেই সমস্ত ভাইবোন দের কাছে পৌঁছে গিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পীরজাদা মাসুম বাখতেয়ারী সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

কাকদ্বীপে বাহিনীর রুটমার্চ

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পারদ বেড়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে তার কারণ লোকসভা নির্বাচন।সাধারণ মানুষদের আশ্বস্ত করতে লোকসভা নির্বাচনের আগে এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও ভোট দাতাদের আশ্বস্ত করতে সুন্দরবন জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও নালাভাট ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার নেতৃত্বে কাকদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অধীনে ৫ নম্বর হাট এলাকায় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করল। সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা শাসক। এলাকার মানুষরা যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকেও সাধারণ মানুষদের অভয় দেন জেলাশাসক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক সমিত গুপ্তা তিনি বলেন, নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর থেকে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন থানায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করা হচ্ছে।

বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদ নজর কাড়ছেন প্রচারে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● সিউড়ি

আপনজন: কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল পিছনে ফেলে ভোট প্রচারে নামলেন কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহর সিউড়িতে প্রার্থী মিল্টন রশিদকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার শুরু করে বাম কংগ্রেস জোটের নেতা কর্মীরা। বীরভূম লোক সভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা গত বিধান সভার হাঁসন কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ও আইনজীবী মিল্টন রশিদ। ২৯২ হাঁসন কেন্দ্র থেকে ২০১৬ সালে কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অসিত মালকে পরাজিত করে বিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন মিল্টন রশিদ। সে সময় বিধায়ক থাকা কালীন মিল্টন রশিদ রামপুরহাট হাসপাতালে গিয়ে এক রকম নিয়ম করে রোগী ও রোগীর আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে রোগীর চিকিৎসার খোঁজ খবর নিতেন। কখনো কখনো হাসপাতাল মর্গে গিয়ে মৃত দেহ তুলে সৎ কাজের জন্য নিজেই ভুটভুটি গাড়ি চালিয়ে শ্মশান ঘাটেও পৌঁছে দিয়েছেন। ওই সময় এমন কান্ড ঘটিয়ে ব্যাপক সাড়া ফেলে সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে থেকেছেন সে সময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপ বিধায়ক মিল্টন রশিদ। কিন্তু রাজনৈতিক জগতে সেই জনপ্রিয়তা একটু খানি থমকে যায় ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। কারণ হিসাবে মিল্টন রশিদ বলেন, তখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এন আর সি, সিএএ এর বেড়াজালের চক্রান্তে হওয়া বদলে গেছিল। এখন মানুষ বুঝে গেছে। সেই সঙ্গে ইন্ডিয়া জোট মানুষের কাছে এখন কতটা গুরত্ব। যার ফলে ওই সময় হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের চিকিৎসক অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন। এলাকার মানুষের পাশে থাকার জন্য মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাজের জন্য মিল্টন যে ব্রত নিয়েছিলেন। পরাজিত হওয়ার পরও কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। যার ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জন বিরোধী যে নীতি, সে নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মিটিং মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদের পথে মানুষের পাশে থেকেছেন। তিনি বিধায়ক থাকাকালীন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির রেখে ইমাম ভাতা বাড়ার যেমন দাবি রেখেছেন, একই ভাবে বিধান সভায় পুরোহিত ভাতা চালু করার দাবিও তুলেছেন। যার ফলে রাজ্য সরকার ইমাম ভাতাও বাড়িয়েছেন। সেই সঙ্গে পুরোহিত ভাতাও চালু করেছেন। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে মিল্টন রশিদের ভোট প্রচারের সময় তীব্র রোদের তাপ যতটা বেড়েছে। বেলা বাড়ার সাথে সাথেই বাম কংগ্রেস জোটের ভোট প্রচারের মিছিলে ভাল সমর্থক ছিল।

বাল্যবিবাহ, পাচার বন্ধে সচেতনতা

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: বাল্যবিবাহ,মানব পাচার সহ সাইবার অপরাধ বন্ধ করতে পথে নামলে খোদ পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সিনি নামক এক সংগঠনও। বৃহস্পতিবার বারুইপুর পুলিশ জেলার ঘুটিয়ারী শরীফ পুলিশ ও সিনি’র উদ্যোগে স্থানীয় হরিহর মহাবিদ্যালয়ে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।দুশো’র অধিক ছাত্র ছাত্রী সহ উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা,স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য-সদস্যা,পুলিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি সহ বিশিষ্টজনেরা।প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বহু গ্রামের মানুষ এখনও পিছিয়ে রয়েছেন।কি ভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সচেতনতার মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহ, মানবপাচার, শিশুশ্রম,সাইবার অপরাধ বন্ধ করা যায় তার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেচ্ছাসেবী সংস্থার এক কর্তা জানান “আমরা বিভিন্ন রকম সচেতনতার মধ্যদিয়ে সুন্দরবন সহ জেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনতে চাই আগামীতে যাতে করে কেউ হারিয়ে না গিয়ে প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পুলিশ গড়াগড়ি খেল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: এবার খোদ বোলপুরে মদ খেয়ে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবলকে উর্দি পড়ে গড়াগড়ি দিতে দেখা গেলো, কার্যত হাঁসির রোল পড়েছে বোলপুর লজমোড়ে। বোলপুর থানার লজমোড়ে একটি মদের দোকানের উল্টোদিকে উর্দি পড়ে মদ খেয়ে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবলকে গড়াগড়ি দিতে দেখা গেলো। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় কার্যত হাঁসির রোল পড়েছে বোলপুর লজমোড়ে। এদিকে সাধারণ মানুষ তারা প্রশ্ন তুলছেন যারা নিরাপত্তা দেয় তারা কী করে ডিউটি চলাকালীন উর্দি পড়ে মদ খেতে পারে।

জানা গিয়েছে,ওই কনস্টেবলের নাম শান্ত মুখার্জি। উর্দি পড়ে দীর্ঘক্ষণ ওই লজমোড়ে এলাকায় পড়ে থাকার পর বোলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এদিকে বোলপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক রাকেশ তামাং বলেন,‘ অসুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে।’ পড়ে বোলপুর থানার পুলিশ ওই নেশাগ্রস্ত পুলিশকে পুলিশের গাড়ি করে তুলে নিয়ে যায়।

সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ওই নেশাগ্রস্ত পুলিশকে প্রশ্ন করলে তিনি অশ্লীল ভাষায় কথা বলেন।

রেল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: জাতীয় কংগ্রেস প্রভাবিত রেলওয়ের শ্রমিক সংগঠন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস্ কংগ্রেস রামপুরহাট শাখার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ত্রিবার্ষিকী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় রামপুরহাট রেলওয়ে ইনস্টিটিউট সভাকক্ষে। এদিনের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস্ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী বিনোদ শর্মা, সাধারণ সম্পাদক স্বপন দত্ত, সহ সাধারণ সম্পাদক পুলক রায়, জেলা আই এন টি ইউ সি সভাপতি মৃণাল কান্তি বসু রামপুরহাট শাখার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব শেখর প্রমূখ।

সভার শুরতেই একটি বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে এবং একটি দলীয় কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন শ্রী বিনোদ শর্মা। সভা পর্যালোচনা শেষে আগামী তিন বছরের জন্য রামপুরহাট শাখার ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস্ কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটি গঠিত হয়। সেখানে শংকর গাঙ্গুলী সভাপতি এবং সঞ্জীব শেখর সম্পাদক নির্বাচিত হন বলে সংগঠন সূত্রে জানা যায়।

জলঙ্গিতে তৃণমূলের উদ্যোগে ইফতার মজলিশ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ইসলাম ধর্মের পবিত্র মাস হলো মাহে রমজানের মাস আর এই মাসে সারাদিন না খেয়ে ইফতার বা রোজা করেন ইসলাম ধর্মের মানুষ।সেই মাহে রমজান মাস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের দক্ষিণ জোনের ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ ও বিধায়কের নির্দেশে চোয়াপাড়া অঞ্চলের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়ার ব্যবস্থা করেন।এদিনের ইফতার ও দোয়ার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি মইনুল হাসান,বিদায়ী সাংসদ তথা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আবু তাহের খান,ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক নেতা জিয়াবুল সেখ ও পিনুয়ার হোসেন,ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি মোশারফ হোসেন সহ অঞ্চল নেতা মাসাদুল মন্ডল ও ব্লক অঞ্চল নেতৃত্বরা।এদিনের ইফতার ও দোয়া মাহফিলে পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় হাজাখানেক রজদার মানুষ ইফতার করেন। ইফতার শেষে মাগরিবের নামাজ পড়ে জলঙ্গির কর্মীদের নিয়ে প্রচারে বের হন প্রার্থী আবু তাহের খান।

ইফতারে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: সব ধর্মের মানুষের মেলবন্ধন হল ইদ উৎসব । দীর্ঘ একমাস রোজা রেখে ইফতারের মধ্যে ওপরওলার আশীবাদ নিয়ে শেষ হয় রমজান মাস। আর বৃহস্পতিবার সাউথ বিষ্ণুপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সাউথ বিষ্ণুপুরের আরতি ভবনে এক ইফতার মজলিস হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, জেলা পরিষদ সদস্য রেখা গাজি, মনিরুল ফকির সহ আরো অনেকে। এদিন এই মজলিসে তিন শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই মজলিসে এসে ইফতার গ্রহন করে বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন,সব ধর্মের মিলনস্থল এই বাংলা।

ইমাম ও মাওলানাদের নিয়ে ঈদ উপলক্ষে আলোচনাসভা থানায়

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পবিত্র ঈদ। তাই আসন্ন ঈদ উপলক্ষে নবগ্রাম থানা প্রাঙ্গনে ইমাম ও মাওলানাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো আলোচনা সভা। ঈদ হোক বা পুজো প্রতিটি উৎসবের আগেভাগে থেকেগ সজাগ নবগ্রাম থানার প্রশাসন। প্রতিটি উৎসবের আগেই উৎসব কমিটির নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে আলোচনা সভা। এবার ঈদ উপলক্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। জানা যায় বৃহস্পতিবার এই পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবার নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের মাওলানা ও ইমামদের নিয়ে নবগ্রাম থানা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো এক আলোচনা সভা।

পুলিশ সূত্রে খবর কিভাবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় এবং ঈদ সমাজে শান্তি বয়ে নিয়ে আসে এবং সরকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তথা দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। নবগ্রামের ভারপ্রাপ্ত ওসি ইন্দ্রনীল মাহন্ত ইমাম মাওলানাদের থেকেও নানাভাবে পরামর্শ নেন তাদের মুখ থেকে। ইমাম মাওলানারা তুলে ধরেন শান্তি শৃঙ্খলার কথা।

শুধু তাই নয় এদিন ঈদের দিনে যাতে বাইক নিয়ে বেপরোয়া ভাবে রাস্তাঘাটে না চলাফেরা করে তারও বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআই রবি মালাইকার, নবগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ইন্দ্রনীল মাহন্ত , নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপলাল মন্ডল এবং সহ-সভাপতি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লা, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ্য আনসার আলী সহ নবগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মৌলবী ও ইমাম সাহেবরা। নবগ্রাম থানার এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বিদ্যালয়ে পাখা নেই, সাহায্যের হাত বাড়ালেন ক্রীড়াবিদ

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: ইতিমধ্যেই তাপমাত্রার পারদ বেড়েছে, তীব্র গরমে অস্বস্তিতে সকলেই। আর এই গরমকে উপেক্ষা করেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করছে। ইলেকট্রিক থাকলেও বেশ কয়েকটি শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথার উপর নেই পাখা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থেকে এমনটা জানতে পেরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ‘অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে’র কনভেনার ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসমাইল সরদার। হাড়োয়ার কুচিয়ামোড়া ঝুঝরগাছা ফ্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গরমের হাত থেকে রেহাই দিতে ইসমাইল সরদার প্রয়োজনীয় পাখার বন্দোবস্ত করে দেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্রীড়ামুখী করতে এবং খেলাধুলা অনুশীলন করানোর জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। খুশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ইসমাইল সরদার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, তার শরীরে পেসমেকার বসানো হয়েছে। এর মাঝেও সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরে আনন্দ বোধ করছেন ইসমাইল সরদার, সে কথা নিজেই অকপটে জানান।

এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী নতুন প্রজন্মের কাছেও তিনি বেশ জনপ্রিয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর থানার চারঘাটের ভূমিতলার বাসিন্দা প্রবীণ অ্যাথলেট ইসমাইল। পরিবারের করুণ আর্থিক অবস্থার কারণে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থায় থাকা পরিবারে মানুষ হয়েও ছোট থেকে সমাজের সেবামূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সমাজের শিক্ষা স্বাস্থ্য খেলাধুলা বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসমাইল সরদারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নব্বইয়ের দশক থেকে রাজ্য, দেশ, বিদেশের একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিয়ে বাংলার ক্রীড়াজগতে গর্বের মুকুটে জুড়েছেন একের পর এক পালক। তিনি ক্রীড়া সংগঠন ‘অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে’র পক্ষ থেকে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উত্তরণের দিশা দেখাচ্ছেন।

ইফতার মজলিশ

আপনজন: স্পন্দন ফাউন্ডেশননের উদ্যোগে ইফতার মজলিশ ও বস্ত্র বিতরণ হল চাকুন্দি সায়াদাতীয়া কোরানিয়া মাদ্রাসা মাঠে। ডানকুনির পৌরপ্রধান তথা এক নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা হাসিনা শবনম কেবল ইফতারে অংশগ্রহণ নয়, এই ানুষ্ঠানে একশো মানুষের হাতে তুলে দিলেন নতুন বস্ত্র। এদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার সঙ্গে ইফতার মজলিশে শামিল হন ডানকুনি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা,দেবাশীষ নন্দী, কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন চিন্ময় নন্দী, সূর্য দে, মমতা মুখার্জি, কুসুম লস্কর, মৌমিতা পাল প্রমুখ। ছবি: সেখ আবদুল আজিম

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাজ্যে নতুন অবজার্ভার অনিল কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যে আসছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য স্পেশাল পুলিশ অবজারভার হিসাবে নিযুক্ত অনিল কুমার শর্মা।

স্পেশাল পুলিশ অবজারভার হিসাবে নিযুক্ত পাঞ্জাবের ১৯৮৪ ব্যাচের আইপিএস অনিল কুমার শর্মা শুক্রবার। বিএসএফ গেস্ট হাউসে থাকবেন অনিল কুমার শর্মা। এরপর শনিবার বৈঠকে বসবেন তিনি বিএসএফ গেস্ট হাউসে। মূলত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নিয়েই এই বৈঠক হবে শনিবার। বৈঠকে থাকবেন স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার, রাজ্যের জন্য নিযুক্ত হওয়া ২ জন বিশেষ পর্যবেক্ষক (পশ্চিমবঙ্গের জেনারেল স্পেশাল অবজার্ভার অলোক সিনহা, পশ্চিমবঙ্গের স্পেশাল পুলিশ অবজারভার অনিল কুমার শর্মা), রাজ্যের সিইও। স্পেশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী স্পর্শকাতর বুথ হিসেবে এখনও হয়নি। ফোর্স এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৭৭ কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে।

খবরের জেরে শৌচালয়ে লাগানো হল দরজা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: খবরের জেরে শৌচালয়ে লাগানো হল দরজা। খুশি রুগীর আত্মীয়রা।হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পুরুষ বিভাগে সৌচালয়ের অধিকাংশ দরজা দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়েছিল।এতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। রুগীকে সৌচকর্ম করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হত আত্মীয়দের।এতে রুগী ও রুগীর আত্মীয়দের সমস্যা হত।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলেও হয়নি সমাধান। ২৫ মার্চ আপনজন পত্রিকায় খবরটি তুলে ধরা হয়।এতে নড়েচড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।এরপর লাগানো হল নতুন দরজা। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন,’হাসপাতালে বিশেষ ফান্ড না থাকার কারণে কাজটি আটকে ছিল।ফান্ডে টাকা আসতেই দরজা লাগানো হয়েছে। হাসপাতাল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।

দুঃস্থদের বাড়ি গিয়ে প্রদান ঈদের উপহার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: প্রতিবছরের মতো এ বছরও মুর্শিদাবাদের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় বস্ত্রদান কর্মসূচির। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আজকে সাগরদদিঘীর বিভিন্ন গ্রামের বেশ কিছু দুঃস্থ ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন পোশাক। মহিলাদের শাড়ী এবং বাচ্চা ও পুরুষদেরও নতুন পোশাক উপহার দেওয়া হয়। এছাড়াও এবছর পোশাকের পাশাপাশি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী যেমন লাচ্চা, চিনি, বাদাম, ঘি ও দুধের প্যাকেট দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সম্পাদক সঞ্জীব দাস ও অন্যান্য সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা, রাহুল ভকত, মিঠুন দাস,মজির হোসেন সহ অন্যরা।

পেনাল্টি মিসের পর এমবাপ্পের গোল, ফাইনালে পিএসজি

আপনজন ডেস্ক: ৩৭ মিনিটে করলেন পেনাল্টি মিস। ভুলটা শুধরে নিতে অবশ্য দেরি করেননি। পেনাল্টি মিসের মাত্র তিন মিনিট পরই গোল! পরে কিলিয়ান এমবাপ্পের সেই গোলকে পুঁজি করেই ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে উঠেছে পিএসজি।

গোলটি ম্যাচের ১২ মিনিটেই পেতে পারতেন এমবাপ্পে। ১২ মিনিটে উসমান দেম্বেলের থ্রু পাস থেকে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। কিন্তু তাঁর শট রুখে দেন রেঁনে গোলকিপার স্টিভ মান্দান্দা। তাঁর পায়ে লাগার পর বল বারে লেগেছে। ৩৭ মিনিটে নিজেদের বক্সে এমবাপ্পেকে ফাউল করে পেনাল্টি হজম করেন রেঁনে সেন্টারব্যাক ওয়ার্মড ওমারি। কিন্তু পেনাল্টি থেকে এমবাপ্পের শট রুখে দেন রেঁনের ফরাসি গোলকিপার। চলতি মৌসুমে এ নিয়ে তৃতীয়বার পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হলেন এমবাপ্পে।

তিন মিনিট পর অবশ্য আর এমবাপ্পেকে ঠেকানো যায়নি। ফাবিয়েন রুইজের পাস পেয়ে শট নিয়েছিলেন এমবাপ্পে। বল ওমারির গায়ে লাগায় 'রং ফুটেড' হয়ে পড়েন মান্দান্দা এবং তাই আর ঠেকাতে পারেননি। বল ঢুকে পড়ে জালে। সেমিফাইনালে রেঁনের বিপক্ষে ১-০ গোলের এই জয়ে ফাইনালে উঠেছে লুইস এনরিকের দল। ২৫ এপ্রিল ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ লিঁও। গত মঙ্গলবার অপর সেমিফাইনালে ভ্যালেন্সিয়েসকে ৩-০ গোলে হারায় লিঁও। পিএসজি এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড ১৪বার শিরোপা জিতেছে।

ফাইনালে ওঠার পর পিএসজি কোচ এনরিকে বলেছেন, 'ভালো লাগছে। এ মৌসুমে ফ্রেঞ্চ কাপ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ফাইনালটা জিততে পারলে সেটি সবার জন্যই সন্তুষ্টির হবে।'

চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে আগামী সপ্তাহে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে পিএসজি।

লিগ আঁতেও দ্বিতীয় ব্রেস্তের সঙ্গে ১২ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে এনরিকের দল। লিগে ২৭ ম্যাচে পিএসজি ৬২ পয়েন্ট তুলেছে। তাই মৌসুমের এ পথ পর্যন্ত দলের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টিই ঝরল এনরিকের কণ্ঠে, 'লিগ এবং কাপ টুর্নামেন্টে আমরা ভালো অবস্থানে আছি। সুপার কাপ জিতেছি এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে ঠিক যেখানে থাকতে চাই, সেখানেই আছি।'

'কচিকাঁচা'দের সুযোগ দেওয়ায় এগিয়ে বার্সেলোনা, ধারেকাছে নেই রিয়াল-সিটি

আপনজন ডেস্ক: প্রতি মৌসুমেই ফুটবল মঞ্চে প্রতিভার ঝলকানি নিয়ে আবির্ভূত হয় একাধিক তরুণ ফুটবলার। শীর্ষ ক্লাবগুলোর পাশাপাশি নিচের দিকের দলগুলোতেও শোনা যায় তরুণদের আগমনী বার্তা। উদীয়মান এই ফুটবলারদের তৈরি করা হয় মূলত ভবিষ্যতের জন্য। কোনো কোনো ক্লাবে সেই তরুণ ফুটবলাররাই একসময় হয়ে ওঠে মহীরুহ। বার্সেলোনা যেমন একসময় লিওনেল মেসি-জাভি হার্নান্দেস-আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাদের নিয়ে এসেছিল নিজেদের একাডেমি 'লা মাসিয়া' থেকে, যাঁরা পরবর্তী সময়ে ক্লাবের সর্বকালের সেরার কাতারে নাম লেখান। কিছু ক্লাব অবশ্য তরুণদের তৈরি করে বিক্রির উদ্দেশ্যে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ম্যাচটাইম দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ফুটবল বিশ্বে। এরপর পরাশক্তিগুলো উচ্চ দামে কিনে নেয় সেই খেলোয়াড়দের।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী তরুণদের সুযোগ দেওয়ায় কারা এগিয়ে, তা নিয়ে বিশ্লেষণী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সুইজারল্যান্ডের ফুটবল পরিসংখ্যানভিত্তিক স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পোর্টস স্টাডিজ (সিআইইএস)। তাদের হিসাবে দেখা গেছে, বৈশ্বিকভাবে অনূর্ধ্ব ২১ বছর বয়সীদের সুযোগ দেওয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে পূর্ব ইউরোপের দুটি ক্লাব—ইউক্রেনের রুখ এলভিভ ও স্লোভাকিয়ার ক্লাব এমএসকে জিলিনা। এই দুই ক্লাবের অনূর্ধ্ব ২১ বছর বয়সী খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া মিনিট যথাক্রমে ৫২.৪ শতাংশ ও ৪৪.৫ শতাংশ। অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, এ তালিকায় শীর্ষ দশের মধ্যে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের কোনো ক্লাব নেই। ১১ নম্বরে আছে ফরাসি ক্লাব স্ত্রাসবুর্গ। 'কচিকাঁচা'দের এ ক্লাবের দেওয়া মিনিটের হার ২৬.৮।

ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে অলিম্পিক লিওঁ। ক্লাবটি ২৩.২ শতাংশ মিনিট সময় দিয়েছে তরুণদের। সাম্প্রতিক সময়ে তরুণদের সুযোগ দিয়ে বেশ আলোচনায় আছে কাতালান ক্লাব বার্সেলোনা। এরই মধ্যে বার্সার হয়ে লামিনে ইয়ামাল, পাউ কুবারসি ও ভিতর রকির মতো কৈশোরের বৃত্তে থাকা খেলোয়াড়েরা সুযোগ পেয়েছেন। বার্সা এই তরুণদের যে সুযোগ দিয়েছে, তা মিনিটের হারে ২২.০। তবে অনূর্ধ্ব-২০ বিবেচনা করলে সবার ওপরে থাকবে বার্সাই (১৫.০ শতাংশ)।

শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য দুই ক্লাব হচ্ছে ইংল্যান্ডের ব্রাইটন (১৬.৫) ও স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া (১৫.৬)। ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের ক্লাবগুলোর মধ্যে এ তালিকার ১১ ও ১২ নম্বরে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (১১.৮) ও চেলসি (১১.১)। ১৬ নম্বরে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের মিনিটের হার ১০.১। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের দেওয়া মিনিট ৮.২ শতাংশ, লিভারপুলের ৪.৭ এবং ম্যানচেস্টার সিটির ২.৯ শতাংশ।

'ক্রিকেট মানেই ব্যাটিং': টি-টোয়েন্টিতে ৫৩৮ উইকেট নেওয়া নারাইন

আপনজন ডেস্ক: সুনীল নারাইনের কথায় নির্মম এক বাস্তবতাই ফুটে উঠল! নারাইন এক যুগের বেশি সময় ধরে ক্রিকেট খেলছেন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিই খেলেছেন ৫০১টি, উইকেট নিয়েছেন ৫৩৮টি। অর্থাৎ ক্রিকেটার কিংবা একজন বোলার হিসেবে নারাইনের অভিজ্ঞতা পাহাড়সমান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ক্রিকেটার দেখেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কীভাবে বোলারদের ওপর ব্যাটসম্যানের ব্যাট তলোয়ার হয়ে নেমে আসে। মাঝেমধ্যে নারাইন তো নিজেই সেই কাজটা করেন। এসব অভিজ্ঞতা থেকেই সম্ভবত নারাইন গতকাল ৮৫ রানের ইনিংস খেলে বলেছেন—'ক্রিকেট মানেই ব্যাটিং'।

গতকাল ওপেনিংয়ে নেমে ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ ৩৯ বলে ৮৫ রানের ইনিংস খেলেন নারাইন। তিনি একা যে এমন খেলেছেন তা নয়, ঝড় তুলেছেন আন্দ্রে রাসেল, রিংকু সিং ও অংক্রিশ রঘুবংশীও। তাতে কলকাতা তুলেছে আইপিএলের ইতিহাসের দ্বিতীয় ও টি-টোয়েন্টিতে সপ্তম সর্বোচ্চ ২৭২ রান। বিশাখাপট্টনমে পরে দিল্লি ক্যাপিটালসকে ১০৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

ভাবা যায়, ওভারপ্রতি ৮ রানের বেশি তুলেও ১০৬ রানের বড় ব্যবধানে হার—বোলারদের কঠিন পরীক্ষাই দিতে হয়েছে।

ম্যাচসেরা পুরস্কার নিতে এসে নারাইন যা বলেছেন, তাতে যেন ক্রিকেটারদের ভাবনাটা স্পষ্ট, 'ক্রিকেট মানেই ব্যাটিং, তাই ব্যাটার হিসেবে আরও অবদান রাখার অপেক্ষায় আছি। এরপরও বোলিংটাও উপভোগ করি।'

ম্যাচের আগে ব্যাটিং নিয়ে কলকাতার টিম মিটিংয়ে থাকতে পারেননি নারাইন। এ প্রসঙ্গে মজা করে বলেছেন, 'ব্যাট হাতে আমার ভূমিকা একটাই, যত কম জানব, ততই আমার জন্য ভালো।'

গতকাল ৮৫ রানের ইনিংস খেলার আগের ম্যাচেও ফিফটি করেন নারাইন। অথচ এই নারাইনই একসময় ব্যাট করতেন লোয়ার অর্ডারে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তো নিজে অধিনায়ক ছিলেন, তখনো ব্যাট করেছেন লোয়ার অর্ডারে। গতকাল সে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের অনেক ব্যাটসম্যান ছিল, তাই আমার প্রয়োজন হয়নি। দিন শেষে দলের চাওয়াটাই বড়।'

শাহিনকে অধিনায়কত্ব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম: শহীদ আফ্রিদি

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান দলের নতুন পালাবদলে নেতৃত্ব হারিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। পাকিস্তান ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বাবর আজমকে। হঠাৎ করেই জামাই শাহিন আফ্রিদি টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব হারানোয় কি কোনো ক্ষোভ বা রাগ জন্ম নিয়েছে শ্বশুর শহীদ আফ্রিদির মনে! এ ব্যাপারে সরাসরি কেউ কিছু না বললেও এমন একটা চাপা গুঞ্জন পাকিস্তান তথা উপমহাদেশের ক্রিকেট মহলে উঠেছে।

এ গুঞ্জনে দ্রুতই পানি ঢেলে দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। শাহিন পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব পাওয়ার পর যেমনটা বলেছিলেন, এবারও সে কথাই বললেন শহীদ আফ্রিদি—তিনি চান না শাহিন আফ্রিদি অধিনায়কত্ব করে নিজের খেলায় ব্যাঘাত ঘটান!

আবারও পাকিস্তানের নেতৃত্বে ফিরেছেন বাবর আজম

আবারও পাকিস্তানের নেতৃত্বে ফিরেছেন বাবর আজমএক্স

শহীদ আফ্রিদি তো এটাও চাননি যে শাহিন পিএসএলে লাহোর কালান্দার্সের অধিনায়ক হন। আফ্রিদির পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব হারানো নিয়ে শ্বশুর শহীদ আফ্রিদি বলেছেন, 'আমি চাই, শাহিন তার নিজের ক্রিকেটে মনোযোগ দিক।'

পিএসএলের আগে জামাইকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন শহীদ আফ্রিদি। কিন্তু শাহিন তাঁর পরামর্শ না মেনে লাহোরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার। তিনি বলেছেন, 'আমি সব সময়ই শাহিনকে অধিনায়কত্ব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম।'

পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে মোহাম্মদ রিজওয়ানকেই পছন্দ শহীদ আফ্রিদির

পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে মোহাম্মদ রিজওয়ানকেই পছন্দ শহীদ আফ্রিদিরসংগৃহীত

শাহিন আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে অধিনায়ক করার পরপরই একবার পাকিস্তানের নেতৃত্ব নিয়ে কথা বলেছিলেন শহীদ আফ্রিদি। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, বাবরকে টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক করায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

কী কারণে বিস্মিত হয়েছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। শাহিন আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে নেতৃত্বে না ফিরিয়ে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে অধিনায়ক করলেই শহীদ আফ্রিদি খুশি হতেন। তাঁর কাছে, এ মুহূর্তে পাকিস্তানের অধিনায়ক হওয়ার জন্য সেরা বিকল্প রিজওয়ানই। তবে পাকিস্তান ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি বাবর এবং তাঁর দলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে যাবেন বলেও উল্লেখ করেছেন।

ফোডেনের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত ভিলা

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার সিটি এখন কী করতে পারে? নিজেদের বাকি ৮ ম্যাচে প্রতিপক্ষকে হারাতে হবে। এর পাশাপাশি প্রার্থনা করতে হবে, আর্সেনাল এবং লিভারপুল যেন লিগের বাকি পথে পয়েন্ট হারায়। সিটির সামনে এই দৃশ্যপটের উদ্ভব ঘটেছে কারণ সাম্প্রতিক সময়ে শিরোপা জয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর কাছে তাঁরা ৪ পয়েন্ট হারিয়েছে।

তবে গতকাল রাতে উনাই এমেরির অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে লিগ শিরোপা জয়ের পথে টিকে রইল পেপ গার্দিওলার দল। এই মৌসুমে লিগে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ পাঁচ দলের বিপক্ষে এটাই প্রথম জয় সিটির। আর সেটি দারুণভাবে সম্ভব হয়েছে ফিল ফোডেনের হ্যাটট্রিকে।

আর্লিং হলান্ড ও কেভিন ডি ব্রুইনা বেঞ্চে ছিলেন। গার্দিওলা দুই তারকাকে ব্যবহার করেননি। সম্ভবত দরকার পড়েনি। ১১ মিনিটে রদ্রির গোলে সিটি এগিয়ে যাওয়ার ৯ মিনিট পর সমতায় ফিরেছে ভিলা। ২০ মিনিটে গোল করেন জন ডুরান। ম্যাচের বাকিটা ফোডেন 'শো'—প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে (৪৫+১), ৬২ এবং ৬৯ মিনিটে তিনটি গোল করেন ইংল্যান্ড মিডফিল্ডার। প্রিমিয়ার লিগে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক। এ মৌসুমে সিটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৩ ম্যাচে ২১ গোল হয়ে গেল ফোডেনের। এটাই তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা মৌসুম। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন ফোডেন। ভিলার মানবদেয়ালের ফাঁকা জায়গার দারুণ সদ্ব্যবহার করেন। ৬২ মিনিটে ফোডেনের দ্বিতীয় গোলে রদ্রির অবদান ছিল। ফোডেনকে শট নেওয়ার জায়গাটা তিনিই বের করেন দেন। ৭ মিনিট পরই ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটে হ্যাটট্রিক তুলে নেন ফোডেন। সিটি তারকা এত দুর্দান্ত খেলেছেন যে ৮০ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার সময় তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন ইতিহাদের দর্শকেরা। প্রিমিয়ার লিগে এবারের মৌসুমে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে একাধিক হ্যাটট্রিক করলেন ফোডেন। এর আগে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

জয়ের পর ফোডেন টিএনটি স্পোর্টসকে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে নিজের খেলাটা ভালো লাগছে। হাসিমুখেই দলকে সাহায্য করছি। কারণ, আমি জানি আমি গোল করতে পারি। আজ সেটা দেখাতে পেরে ভালো লাগছে।' পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ পাঁচ দলের বিপক্ষে প্রথম জয় নিয়ে ফোডেন বলেছেন, 'শীর্ষ সারির দলগুলোর বিপক্ষে এই মৌসুমে এ সমস্যাটা হয়েছে। অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে হারানো সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু আমরা সেটা করতে পেরেছি। এখন আমরা পরের ম্যাচে মনোযোগী।'

শ্লীলতাহানির অভিযোগে পৃথ্বী শর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: একটা সময় তাঁর মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খোঁজা হতো। সেটা বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্সের কারণে। তবে অনেক দিন ধরেই আলোচনায় নেই পৃথ্বী শ। এবার আইপিএলেও দিল্লির প্রথম দুই ম্যাচে একাদশে ছিলেন না। সুযোগ পেয়েছিলেন সর্বশেষ দুই ম্যাচে। প্রথম ম্যাচে ৪৩ রান করেছেন, গতকাল কলকাতার বিপক্ষে করেছেন ১০ রান। এরই মধ্যে মাঠের বাইরের এক ঘটনায় আলোচনায় উঠে এলেন পৃথ্বী শ।

ভারতের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনফ্লুয়েন্সার স্বপ্না গিল ২০২৩ সালে পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছিলেন। পুলিশকে সেই অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুম্বাইয়ের একটি আদালত। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, মুম্বাইয়ের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস সি তাইদে ১৯ জুনের মধ্য পুলিশকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পৃথ্বীর বিরুদ্ধে এফআইআর না নেওয়ার অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছিলেন স্বপ্না গিল। তবে সেটি খারিজ করে দিয়েছেন আদালত।

২৪ বছর বয়সী পৃথ্বী শ তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির এই অভিযোগ শুরু থেকেই প্রত্যাখান করে আসছেন। ২০২৩ সালের সেই ঘটনার ব্যাপারে ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' জানিয়েছিল, ব্যবসায়ী বন্ধু আশিস যাদবকে নিয়ে খেতে বের হয়েছিলেন পৃথ্বী। হোটেলে ঢোকার আগে এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলতে চান। মামলার অভিযোগে বলা হয়, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে একবার সেলফি তোলেন পৃথ্বী। এরপর আরও সেলফি তুলতে চাইলে রাজি হননি এই ভারতীয় ওপেনার। এরপর পৃথ্বী ও তাঁর বন্ধুদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ ওঠে স্বপ্না গিলের বিরুদ্ধে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে আটকও করা হয় তাঁকে। পরে জামিনে মুক্ত হয়ে পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলেন স্বপ্না। আইপিসি দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৫০৯ ও ৩২৪ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ করেছিলেন স্বপ্না গিল। ৩৫৪ নম্বর ধারা শ্লীলতাহানিবিষয়ক, ৫০৯ নম্বর ধারা নারীর ভদ্র আচরণের প্রেক্ষিতে ভাষাগত ও আচরণগত আক্রমণ ও অপমানবিষয়ক এবং ৩২৪ নম্বর ধারায় বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণের ব্যাপারে বিধান রয়েছে। পৃথ্বী ও আশিস যাদবের বিরুদ্ধে ব্যাট দিয়ে পেটানোর অভিযোগও করেছিলেন স্বপ্না গিল। পুলিশ এফআইএর নেয়নি, এই দাবিতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পৃথ্বীর বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়েছিলেন তিনি।

সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানিয়েছে, পৃথ্বী শর বিরুদ্ধে গিলের অভিযোগ 'মিথ্যা এবং কোনো প্রমাণ মেলেনি'—আদালতের কাছে এই দাবি করেছে পুলিশ। ঘটনার সময় স্বপ্না গিল মাতাল ছিলেন বলেও আদালতের কাছে দাবি করেছে পুলিশ। ভারতের হয়ে ৫টি টেস্ট, ৬টি ওয়ানডে এবং একটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন পৃথ্বী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক ২০১৮ সালে।

মেসির সামনে হার ইন্টার মায়ামির

আপনজন ডেস্ক: কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে আজ মেক্সিকান ক্লাব মন্টেরের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে মাঠের বাইরে ছিটকে পড়া লিওনেল মেসি এই ম্যাচ দিয়েও মাঠে ফিরতে পারেননি। তবে গ্যালারিতে ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। মেসি গ্যালারি থেকেই দেখেছেন, তাঁর দেশের

ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হোর্হে রদ্রিগেজের ৮৯ মিনিটে দেওয়া গোলে জয় তুলে নেয় মন্টেরে। ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে এর আগে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ তিনটি ম্যাচেই মাঠের বাইরে ছিলেন মেসি। তবে গত মঙ্গলবার তিনি দলের সঙ্গে অনুশীলন করায় প্রত্যাশা করা হয়েছিল, কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগেই বুঝি মাঠে ফিরবেন! গত ১৩ মার্চ ন্যাশভিলকে হারিয়ে মায়ামিকে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছিলেন মেসি।

মুম্বাইয়ে যোগ দিচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব

আপনজন ডেস্ক: সময়টা ভালো যাচ্ছে না মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। আইপিএলে এখন পর্যন্ত হেরেছে টানা তিন ম্যাচেই। টুর্নামেন্টের একমাত্র দল যারা এখনো জয়হীন। অন্যদিকে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিক পান্ডিয়াকে মুম্বাইয়ের অধিনায়কত্ব দেওয়ার পর থেকেই দল নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতে ইতিবাচক একটা খবরই পেল মুম্বাই। চোট কাটিয়ে দলে যোগ দিচ্ছেন ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদব। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, সূর্যকে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি ফিট ঘোষণা করেছে। তিনি আগামীকাল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সঙ্গে যোগ দেবেন। গতকাল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসও জানিয়েছে, সূর্যকে ফিট ঘোষণা করেছে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি। আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার হার্নিয়ার সমস্যায় ভুগছিলেন। অস্ত্রোপচার করাতে হয় তাঁকে। অস্ত্রোপচার শেষে তিনি জাতীয় একাডেমিতে পুনর্বাসনে ছিলেন। যে কারণে চলতি বছরে এখনো মাঠে নামতে পারেননি। সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন গত বছর ১৪ ডিসেম্বর, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, 'সে এখন ফিট। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি তাকে কিছু ম্যাচ খেলিয়েছে, তাতে সূর্যকে ভালোই মনে হয়েছে। সে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যোগ দিতে পারে। আমরা এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছি, সে যখন মুম্বাইতে যোগ দেবে, তখন যেন শতভাগ ফিট থাকে।'

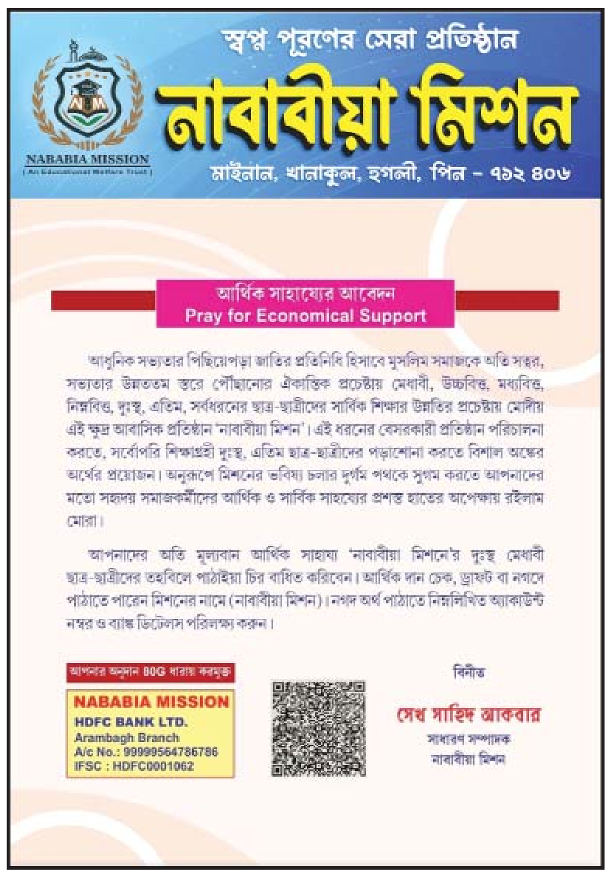

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**